ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 June, 2024 ■ আগরতলা ১১ জুন ২০২৪ ইং ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৃতীয় এনডিএ সরকারের পথচলা শুরু

গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক বন্টনে বিশেষ পরিবর্তন আনেননি প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ জুন, (হি স) ।। তৃতীয় এনডিএ সরকারের পথ চলা শুরু হয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রক বন্টনেও দেরি করলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের কাছে তিনি রেখেছেন কর্মীবর্গ, জনঅভিযোগ, পেনশন মন্ত্রক। পাশাপাশি, পারমাণবিক শক্তি, মহাকাশ বিভাগ মন্ত্রকও থাকছে তাঁর হাতেই।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের দায়িত্ব সঁপে দিতে বিশেষ পরিবর্তন আনেননি। প্রতিরক্ষায় রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রে অমিত শাহ, অর্থে নির্মলা সিতারমন, সড়ক পরিবহনে নীতিন গড়কারি, বিদেশ মন্ত্রকে এস জয়শঙ্কর এবং রেল মন্ত্রকের দায়িত্বে অশ্বিনী বৈষ্ণবই রয়েছেন।

রেলের সাথে অশ্বিনী বৈষ্ণবকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক বন্টন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তৃতীয় এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন মনোহর লাল খট্টর। কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের দায়িত্বে রয়েছেন জিতেন রাম মাঝি। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন। সাথে তাঁকে কিষাণ কল্যাণ ও পঞ্চায়েতী রাজ মন্ত্রকের দায়িত্বও সামলাতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিকে, আবারও স্বাস্থ্য মন্ত্রকের গুরু দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী তুলে দিয়েছেন জে পি নাড্ডার কাঁধে। ইতিপূর্বেও তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলেছেন। এদিকে, টিডিপি সাংসদ রাম মোহন নাইডুকে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গুজরাতের বিজেপি সাংসদ সি আর পাতিলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে জলশক্তি মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় ভারী শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলাবেন এইচ ডি কুমারস্বামী। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণমন্ত্রী হয়েছেন অন্নপূর্ণা দেবী। আগের মতোই পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীই রইলেন হরদীপ সিং পুরী। বন্দর, জাহাজ এবং জল পরিবহণ মন্ত্রকের ভার সামলাবেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। টেলিকম এবং উত্তর পূর্ব ভারত উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে কাজ করবেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

বাণিজ্য মন্ত্রকের দায়িত্ব পেয়েছেন পীযূষ গোয়েল। পঞ্চায়েত, মৎস্য ও পশু প্রতিপালন এবং দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী হয়েছেন লালন সিং। সামাজিক ন্যায় মন্ত্রক বীরেন্দ্র কুমার এবং ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রক প্রহ্লাদ জোশীর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রকে জুয়াল ওরাম, বস্ত্র মন্ত্রকে গিরিরাজ সিং, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকে ভূপেন্দ্র যাদব, সংস্কৃতি এবং পর্যটন মন্ত্রকে গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রকে কিরেণ রিজিজু, শ্রম এবং যবকল্যাণ ও ক্রিড়া মন্ত্রকে মনসুখ মান্ডব্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রকে চিরাগ পাসওয়ান এবং কয়লা ও খনি মন্ত্রকে জি কিষাণ রেড্ডিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই

অন্নদাতাদের ১৭তম কিস্তি প্রকাশের অনুমোদন দিয়ে ফাইলে স্বাক্ষর করেন

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন মোদী। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ঢোকার সময় সবাইকে নমস্কার করতে করতে নিজ দফতরে ঢোকেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়েই দেশের অন্নদাতাদের বড় উপহার দিলেন তিনি। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, মোদী এদিন প্রধানমন্ত্রী কিষান নিধির ১৭-তম কিস্তি প্রকাশের অনুমোদন দিয়ে নিজস্ব প্রথম ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। এর ফলে ৯.৩ কোটি কৃষক উপকৃত হবে এবং প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হবে।

ফাইলে স্বাক্ষর করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমাদের সরকার কিষাণ কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই দায়িত্ব নেওয়ার সময় স্বাক্ষরিত প্রথম ফাইলটি কৃষক কল্যাণ সম্পর্কিত। আমরা ভবিষ্যতে কৃষক এবং কৃষি ক্ষেত্রের জন্য আরও বেশি কাজ করে যেতে চাই।" উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করেন মোদী, এরপর সোমবার পদের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তিনি।

এদিকে, রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণের পর সোমবার দিল্লিতে নিজের বাসভবনে নতুন মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠক করলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে গ্রাম ও শহরের গরিব মানুষের জন্য ৩ কোটি বাড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে এই বৈঠকে। নয়া মন্ত্রীসভার তরফে নেওয়া এটাই প্রথম সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে এদিন মন্ত্রক বণ্টন নিয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে। বেশিরভাগ পদে

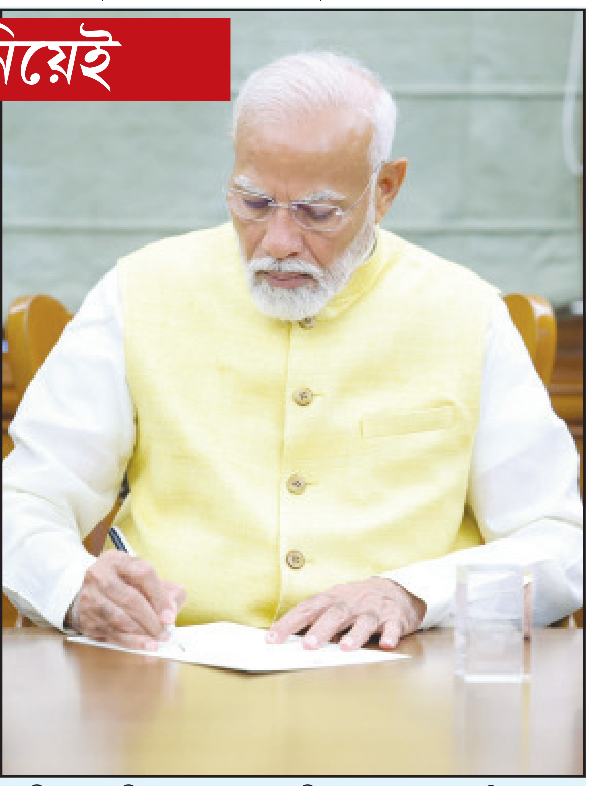

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের ৭ রাজ্যে ১৩ বিধানসভার উপনির্বাচন ১০ জুলাই, গণনা ১৩ই

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.)।। পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের ৭টি রাজ্যের ১৩টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। ১৩টি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন হবে আগামী ১০ জুলাই। সবকটি আসনেই উপ-নির্বাচনের গণনা হবে ১৩ জুলাই। নির্বাচন কমিশন সোমবার জানিয়েছে, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশের ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে শূন্যপদ পূরণের জন্য উপ-নির্বাচন হবে আগামী ১০ জুলাই। গণনা হবে ওই মাসের ১৩ তারিখ।

বিহারের রুপাউলি বিধানসভা আসনে হবে উপ-নির্বাচন, পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জ, রাণাঘাট দক্ষিণ, বাগদা, মানিকতলা আসনে হবে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, তামিলনাড়ুতে ভিকরবান্দি, মধ্যপ্রদেশে অমরওয়ারা, উত্তরাখণ্ডে বদ্রীনাথ ও মাংলাউর, পঞ্জাবে জলন্ধর পশ্চিম, হিমাচল প্রদেশের দেহরা, হামিরপুর ও নালাগড় বিধানসভা আসনে ১০ জুলাই হবে উপনির্বাচন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১ জুন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৬ জুন। ১৩ জুলাই হবে গটগণনা।

জেআরবিটির মেধা তালিকা

ডেপুটেশন চাকুরী প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। জেআরবিটি-র মেধা তালিকা প্রকাশ করার দাবিতে জেআরবিটি বোর্ডের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন চাকুরী প্রত্যাশীরা।

এদিন জনৈক চাকুরী প্রত্যাশী বলেন, রাজ্যের প্রায় ২৫০০ জন যুবক যুবতীরা জেআরবিটি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত দপ্তর মেধা তালিকা প্রকাশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে তৃতীয় এনডিএ সরকারের আজ প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি-পিআইবি।

সঠিক সময়ে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট ঃ কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। সম্ভবত জুলাইয়ের শেষে, নয়তো আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার শরদিন্দু চৌধুরী।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমান পঞ্চায়েতের মেয়াদ আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ দিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সঠিক সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। ইতিমধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ৩৫টি ব্লকের খসড়া ভোটার তালিকা হয়েছে।

খসড়া ভোটার তালিকায় ৩৫টি ব্লকে মোট ভোটার রয়েছেন ১২, ৯৫,০৮৬ জন। তাছাড়া, ৩৫টি ব্লকে ভোট কেন্দ্র রয়েছে ২৬৫০টি। এদিন তিনি আরও বলেন, খসড়া তালিকায় মহিলা ভোটার রয়েছেন ৬,৩৬,০৬২ জন, পুরুষ ভোটার রয়েছেন ৬,৫৯,০১৩ জন ও অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১১ জন।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে খসড়া তালিকার উপর দাবি এবং আপত্তি জানানোর কাজ চলছে। এই কাজ চলবে ২৪ জুন পর্যন্ত। তাছাড়া, ২৪ জুন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতি করার পর রাজ্য সরকারের সাথে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক করা হবে বলে জানান তিনি।

উত্তরপত্র ফাঁস নিয়ে সরব বাম - কংগ্রেস - আইপিএফটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। নীটের ফলাফল কেলেঙ্কারি এবং এডিসি -তে নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বিক্ষোভে নামলো বাম ছাত্র যুব সংগঠন। এদিন রাজধানী ছাত্র যুব ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিনের বিক্ষোভ মিছিল সম্পর্কেবিস্তারিত বলতে গিয়ে এস.এফ.আই -এর রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেন, এডিসি -তে সাব জোনাল ডেপুটি অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসারের ১১০ টি পদে লোক নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং শাস্তির দাবিতেই এদিন তারা এই বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

এছাড়াও নীট পরীক্ষায় ফলাফল কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত যে সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ উঠে এসেছে সেই সমস্ত অভিযোগগুলোর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরি পরীক্ষা ঃ গ্রেপ্তার আরো এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। এডিসি প্রশাসনের চাকুরী সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্ডে পুলিশের জালে আরও একজন। তাকে গোলাঘাটির কসবা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিশালগড় থানায় ওসি রাণা চ্যাটার্জী জানিয়োছেন, এডিসি প্রশাসনের চাকুরী সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্ডে অমিত দেববর্মা নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তাকে পূর্ব আগরতলা থানায় স্থানান্তর করা হবে।

প্রসঙ্গত, গতকাল এডিসির অন্তর্গত সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ১১০টি শূন্য পদ পূরণ করার জন্য পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার ২৪ ঘন্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। আপাতত পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এডিসি। ওই ঘটনায় এডিসি প্রসাশনের তরফ থেকে পূর্ব আগরতলা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্ডে গতকাল চয়ন সাহা নামে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ দ্বিতীয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এডিসি চাকরি পরীক্ষার জন্য গড়া বোর্ড ভেঙে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। এডিসিতে চাকুরী সংক্রান্ত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্ডে ভেঙে দেওয়া হল বোর্ড। শীঘ্র নতুন বোর্ড গঠন করা হবে। আজ সামাজিক মাধ্যমে এই বার্তা দিয়েছেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

এদিন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, এডিসির অন্তর্গত সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে পরীক্ষার জন্য বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। সেই বোর্ড নিয়োগ প্রক্রিয়ার সবকিছু দেখছিল। গত তিনমাস আগে ওই বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। সেই বোর্ডে দায়িত্বে থাকা চেয়ারম্যান দাতা মোহন জমাতিয়া, অতিরিক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সুবল দেববর্মা, প্রসাশনিক কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রদীপ দেববর্মা এবং অর্থ বিষয়ক কার্যনির্বাহী আধিকারিক সতজিৎ দেববর্মাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই নতুন কমিটি গঠন করা হবে।

এ বিষয়ে টিটিএডিসির সিইও চন্দ্র কুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই এডিসি প্রশাসন এ বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে দেখছে। পুরনো বোর্ডকে ভেঙে দিয়ে নিয়োগের জন্য নতুন বোর্ড গঠন করে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় চাকরির পরীক্ষার নোটিফিকেশন জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। খুব শীঘ্রই এই শূন্যপদগুলি পূরণের জন্য চাকুরী পরীক্ষা নেওয়া হবে।

টিটিএডিসি ইএম কমল কলই বলেন, পুরনো কমিটিকে ভেঙে দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করে স্বচ্ছ ভাবে পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী এক মাসের মধ্যে এই চাকুরী পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এডিসির প্রশাসন চেষ্টা করছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক মহলকে ধৈর্য সহকারে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির জন্য অপেক্ষা করতে আহ্বান জানান তিনি।

রবি মরশুমে কৃষকদের থেকে ১৫ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনা হবে ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন ।। রাজ্য সরকার এবছর রবি মরসুমে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মুল্যে ১৫ হাজার মেট্রিকটন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। প্রতি কেজি ধান ২১ টাকা ৮৩ পয়সা দরে ক্রয় করা হবে। আগামী ১৫ জুন, ২০২৪ থেকে রাজ্যে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা শুরু হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, রাজ্যস্তরে এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলার জোলাইবাড়িতে। রাজ্যের ৬টি জেলা যথাক্রমে পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, খোয়াই, ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলার ৩১টি ব্লকের ধান ক্রয় কেন্দ্রে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হবে।

এর মধ্যে রয়েছে শান্তিরবাজার মহকুমার জোলাইবাড়ি মোটরস্ট্যান্ড ও বেতাগা এগ্রি গুডাউন, বিলোনীয়ার রাজনগর মটর স্ট্যান্ড,নিউ লক্ষ্মীপুর ভিএলডব্লিউ স্টোর, বিলোনীয়া কোল্ড স্টোরেজ, সাব্রুমের ব্রজেন্দ্রনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ময়দান, রাজীব নগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ, উদয়পুরের টেপানিয়া সরকারি খাদ্য গুদাম,মির্জা কমিউনিটি হল,মহারানী বনদুয়ার এগ্রি গুদাম, ধন্যমানিক্য মুক্ত মঞ্চ (মাতাবাড়ী), কাকড়াবন কমিউনিটি হল ও বাগমা মার্কেটশেড, জিরানীয়া মহকুমার মাধববাড়ী সরকারী খাদ্যগুদাম, কৃষ্ণমালা মুক্ত মঞ্চ,

কমলপুর মহকুমার কলাছড়ি-এগ্রি সেক্টর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

থানা থেকে উদ্ধার বিভিন্ন চুরি যাওয়া সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১০ জুন।। মনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে চুরি যাওয়া সামগ্রী মনুবাজার পুরাতন থানার ঘর থেকে উদ্ধার হল। ঘটনায় হতবাক জনগণ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৭মে মনুবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে চুরি হয় স্কুলের কম্পিউটার সিসি টিভি, ক্যামেরা, মনিটর সহ একাধিক সামগ্রী। পরবর্তী সময়ে মনুবাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় থেকে একটি মামলা করা হয় মনুবাজার থানায়। এরপরে মনুবাজার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমহর্ষক ঘটনা

জন্মদাত্রীর হাতেই খুন শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। মায়ের হাতে নির্মমভাবে খুন নয় বছরের শিশুর। রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম জয়নগর এলাকায়। দড়ি দিয়ে আঘাত করে ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেলেছেন জন্মদায়ী মা। ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। মহিলাকে আটক করে নিয়ে গেছে পুলিশ। অপরদিকে শিশুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সুপ্রভা গোয়ালা তার নয় বছরের ছেলে রাজদীপ গোয়ালাকে নিয়ে পশ্চিম জয়নগর এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। প্রায়শই তিনি তার ছেলেকে মারধর করতেন বলে, বাড়ির মালিক জানিয়েছেন। গত ১৪

খুনে অভিযুক্ত মা

দিন আগে সুপ্রভা গোয়ালা তার ছেলেকে নিয়ে ওই বাড়িতে ভাড়া

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৩৯ ▫ ১১ জুন ২০২৪ ইং▫ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মন্ত্রিত্ব নিয়া জল্পনা-কল্পনার অবসান

সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করিলেন প্রধানমন্ত্রী। দপ্তর বন্টনের ক্ষেত্রে দলীয় আধিপত্য বজায় রাখিলেন তিনি।।

আশঙ্কা করা হইয়াছিল বিজেপির যেহেতু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই সেহেতু শরীর দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর দাবি করিবে। অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী হয়তো সেই আবদার মানিয়া নিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন বিভিন্ন মহল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গিয়াছে বিপরীত চিত্র।প্রধানমন্ত্রী মোদির বাসভবনে হওয়া ক্যাবিনেট বৈঠকে ঠিক হইয়া গেল কে কোন মন্ত্রকের দায়িত্বে। বিজেপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় জেডিইউ, টিডিপির মতো আঞ্চলিক শরিকদের সমর্থনে কেন্দ্রে সরকার টিকাইয়া রাখিতে হইবে বলিয়া আগামী ৫ বছর তাহাদের নানা বায়না মানিতে বাধ্য থাকিবেন নরেন্দ্র মোদি, এমনটা মনে করিয়াছিলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। নীতীশকুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুদের হাতেই মোদি সরকারের রিমোট কন্টোল থাকিবে বলিয়াও তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের ‘প্রাণভোমরা’ হইয়া উঠিবার বদলে শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক রাজনীতির দুই মাথা কি তবে উলটে নিজেরাই বাধ্য শরিক হইয়া গেলেন? স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, অর্থ, বিদেশ, রেল—সরকারের চারটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের মাথায় কোনও বদলই

হইল না, যেমনটি ভাবা হইয়াছিল। স্বরাষ্ট্রে অমিত শাহ, প্রতিরক্ষায় রাজনাথ সিং, অর্থ নির্মলা সীতারামন, রেলে অশ্বিনী বৈষ্ণব, বিদেশে এস জয়শংকর- চারজনকেই দায়িত্বে বহাল রাখিলেন মোদি।ভোটের ফলে গেরুয়া দলের আসন সংখ্যা তাহাদের প্রত্যাশা ও দাবির তুলনায় অনেক কম থাকায় এক সপ্তাহ ধরিয়া শোনা যাইতেছিল , শরিকরা সমর্থনের বিনিময়ে বেশ কিছু শাঁসালো দপ্তর চাহিয়া মোদির ওপর এমন প্রবল চাপ দিবে যে, তিনি সরকার টিকাইয়া রাখিবার জন্য বাধ্যবাধকতায় নীতীশ, চন্দ্রবাবুর দাবির কাছে মাথা নোয়াইবেন।

শপথ নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁহার ভাষণে ‘এটা এনডিএ সরকার’ বলিয়া উল্লেখ করায়, জোট শরিকদের এই প্রথম গুরুত্ব, মর্যাদা দিয়া চলিবার ইঙ্গিতও দেখিয়াছিলেন অনেকে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে , দপ্তর বন্টনে নিজেদের কর্তৃত্ব বহাল রাখিয়া মোদি বুঝাইয়ায়ে দিলন, তিনি চলিবেন তাঁহার মতোই। এর পিছনে কী কারণ, তাহা নিয়া চলিয়াছে জল্পনা।নীতীশ-নায়ডুর মাথায় ঝুলিতেছে দুর্নীতির অভিযোগের খাঁড়া। বেআইনি মদ কারবারিদের থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ রহিয়াছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এদিকে ৩৭১ কোটির স্কিল ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি জমির বিনিময়ে দুর্নীতির অভিযোগের মামলা রহিয়াছে চন্দ্রবাবু নাইডুর বিরুদ্ধেও। টিডিপি নেতাকে তো জেলও খাটিতে হইয়াছে। পুরনো এই সব দুর্নীতির ফাইল খোলা হইতে পারে, এই চাপেই কি গেরুয়া শিবির বশ করিয়া রাখিতে পারিল তাঁহাদের।

দিল্লিতে জলের সঙ্কট অব্যাহত, সমস্যা মেটাতে উপ-রাজ্যপালের কাছে আর্জি অতিশীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে জলের সঙ্কট অব্যাহত, এবার জলের সমস্যা মেটাতে দিল্লির উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার কাছে আর্জি জানালেন দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী। একইসঙ্গে অতিশী জানিয়েছেন, ’ওয়াজিরাবাদ ব্যারেজের জলের স্তর কমে যাওয়ায় মুনাক খালে জল কম আসছে। মুনাক খালে কম জল ছাড়ার বিষয়ে আমরা উপ-রাজ্যপালকে হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেছি।’

দিল্লির জলমন্ত্রী অতিশী সোমবার বলেছেন, ’দিল্লির ৭টি জল শোধনাগার জলের জন্য মুনাক খালের উপর নির্ভরশীল। উপ-রাজ্যপাল আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, তিনি হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন...উপ-রাজ্যপাল আশ্বাস দিয়েছেন দিল্লি জল বোর্ডে অফিসারের অভাব কমানো হবে.. আমাদের হিমাচল প্রদেশ থেকে হরিয়ানা থেকে জল পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনও তা পাইনি... আমরা সুপ্রিম কোর্টের হলফনামা থেকে তথ্য পেয়েছি যে হিমাচল প্রদেশ এবং হরিয়ানা সরকারের মধ্যেও জলের বিরোধ চলছে।’

গুজরাটের ভারুচে বিজেপি অফিসে আগুন, শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপত্তি

ভারুচ, ১০ জুন (হি.স.): গুজরাটের ভারুচে আগুন লাগল বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভারুচের কাসাক সার্কেলের কাছে বিজেপি অফিসে আগুন লাগে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কিছু সময়ের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই এই আগুনের সূত্রপাত বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারুচ মিউনিসিপ্যালিটির দমকল অফিসার শৈলেশ সাসিয়া বলেছেন, সোমবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভারুচের কাসাক সার্কেলের কাছে বিজেপি অফিসে আগুন লাগে। দমকল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিভিয়ে।এই অগ্নিকাণ্ডে কেউ হতাহত হননি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে বার্তালাপ উভয়ের

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): দিল্লিতে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লিতে এসেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি, রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী পদে মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিতি ছিলেন। আর সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এই সাক্ষাতে ভারত ও মালদ্বীপের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জয়শঙ্কর এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ডঃ মহাম্মদ মুইজ্জুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। ভারত ও মালদ্বীপ একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছে।

উদ্যোক্তা হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা

নাসিমা আক্তার নিশা

নারী সমাজ বরাবরই অবহেলিত। উচ্চতর ডিগ্রি নিলেও অধিকাংশ নারীর ঠিকানা যেন রান্নাঘর। পুরুষপ্রধান এ সমাজে ঘর থেকে বের হতে হলে বাবা, ভাই কিংবা স্বামীর অনুমতি নিতে হবে, তারপরও আছে কত বাধা-নিষেধ। দীপ্ত পদচারণায় এসব প্রতিবন্ধকতা নারীরা এখন জয় করতে শিখেছেন। এখন নারীরা পড়াশোনা করছেন, চাকরি করছেন- এমনকি স্বাধীন উদ্যোক্তাও হচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে, যেসব নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ শুরু করছেন, তারা ভালো করছেন। ২০২০ সালে করোনার ভয়াবহ সংক্রমণে অনেকে চাকরি হারিয়েছেন। অনেকের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে। যার ফলে পরিবারের ওপর নেমে আসে অর্থনৈতিক সংকট। তবে করোনার এ মহামারির মধ্যে নারীকে ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস ও প্রত্যয়ও দেখেছি। টিকে থাকার লড়াইয়ে সফলতার সঙ্গেই অনেক নারী হয়ে উঠেছেন উদ্যোক্তা। কিন্তু সবাই শুধু সফলতার গল্পটাই শোনে। এর পেছনের কষ্টটা কিন্তু কেউ দেখে না।

আমরা এমন অনেক নারীকে দেখেছি, যে কিনা পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন করোনার সময়ে, অথচ তাদের ছিল না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, ছিল না কোনো উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন। সেই জায়গা থেকে একজন নারীর ঘুরে দাঁড়ানোটা মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু তারা তা করে দেখিয়েছেন। তাদের ছিল না কোনো পুঁজি, ছিল না কোনো বিজনেস প্ল্যান; কিন্তু গত প্রায় দুই বছর থেকে উদ্যোগটা ধরে রেখে নিজের সংসার চালাচ্ছেন। আমাদের নারীরা কঠিন সময়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, আমরা শুধু রান্নাবান্নাই পারি তা নয়, প্রয়োজনে অর্থনৈতিক হালও ধরতে পারি।

করোনার সময় থেকে নতুন-পুরোনো মিলে চার লক্ষাধিক নারী উদ্যোক্তা যুক্ত আছেন আমাদের উই ফোরামে (ফেসবুকভিত্তিক নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপ)। করোনাকালীন বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সরকারের নানা সুবিধা ও প্রণোদনা পেলেও আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগই পাননি সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ। কারণ, তাদের বেশির ভাগেরই নেই কোনো ট্রেড লাইসেন্স, নেই কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কিন্তু তারা কাজ করে যাচ্ছেন। ছোট ছোট এই নারী উদ্যোক্তা যেন সফল হতে পারেন, এ জন্য তাদের সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক ও পলিসিগত সহযোগিতা দেওয়া জরুরি।

আমাদের এই নারীদের উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাবনা আমার আছে। প্রথমেই হলো তাদের সবাইকে স্কিল ডেভেলপমেন্টের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে ফ্রি ট্রেইনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা যেন হয় উন্নতমানের প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয়ত, এসব নারী উদ্যোক্তাকে প্রথমেই ঋণ কিংবা প্রণোদনা প্যাকেজ নয়, তাদের জন্য ছোট ছোট এককালীন অনুদান দিতে হবে। যেটার মাধ্যমে তারা ছোট আকারে তাদের উদ্যোগকে কাজে লাগাতে পারবে এবং সেটিকে মনিটরিং ও মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং পাশাপাশি তাদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ভেতর নিয়ে আসতে হবে। যাতে করে ফেসবুকের কোনো সমস্যা হলেও যেন আমাদের নারীদের উদ্যোগটি বন্ধ না হয়ে যায়। পাশাপাশি আমাদের নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য প্রদর্শনীর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত কিছু আয়োজন করতে পারলে বেশ ভালো হয়, কারণ তাতে করে আমাদের উদ্যোক্তাদের পণ্য সামনাসামনি সবাই দেখতে পারবে এবং এতে করে নেটওয়ার্কিংয়ের একটা পল্ল্যাটফর্মও তৈরি হয়। পণ্য প্রদর্শনী বা মেলা যেটাই বলি না কেন, সেটা করতে হবে একদম স্বল্পমূল্যে, যাতে করে আমাদের উদ্যোক্তাদের ওপর চাপ না পড়ে। খুব ভালো হয় যদি বছরে তিনটি মেলা করা হয়, আর তার ভেতর একটি সম্পূর্ণ ফ্রি করে দেওয়া হয়। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের এসব নবীন উদ্যোক্তা আবার রপ্তানিও করছেন। তবে রপ্তানি করার যে নিয়ম-নীতি আছে, যে ধরনের ডকুমেন্ট তৈরি করতে হয়, তার কিছুই তারা জানেন না। আবার পণ্য দেশের বাইরে কুরিয়ার করতে গেলে বিশাল বড় একটা খরচ সেখানে হয়ে যায়। সেই খরচ কমিয়ে আনতে পারে আমাদের সরকার যদি পোস্টাল সার্ভিসকে ডিজিটাল করতে পারে। সঙ্গে রপ্তানি বিষয়ে যে ধরনের ১৫ থেকে ২০টি ডকুমেন্ট রেডি করতে হয়, সেই জায়গাটি যদি আরও সহজ করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের রপ্তানিতে আমাদের নারীদের একটি বড় ভূমিকা থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উই থেকে আমরা নারীদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট, প্রোডাক্ট প্যাকেজিং, এক্সপোর্ট সম্পর্কিত সবকিছু সাপোর্ট দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা এরই মধ্যে দেশের বাইরে দুটি আন্তর্জাতিক চ্যাপ্টার ওপেন করেছি। নতুন বছরে এ সংখ্যাটি বাড়বে। তবে সব মিলিয়ে বলব ২০২১ সাল ছিল আমাদের উদ্যোক্তাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জের বছর। টিকে থাকার বছর। ২০২২ সাল হবে তাদের উদ্যোগের গ্রোথ লেভেল বাড়ানোর সময়।

চতুর্দিকে পঞ্চগড়

নূরুননবী শান্ত

স্বাধীনতার মাস মার্চের প্রথম দিন এক অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, ‘১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা শুধু একখণ্ড রাষ্ট্র পাইনি। ওই সময় রক্তগঙ্গার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এই রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক নয়; অসাম্প্রদায়িক হবে।’ তিনি আরও উল্লেখ করেন, ‘আমাদের নিজেদের চরিত্র স্ববিরোধী। গুজরাটের দাঙ্গার সময় যাঁরা এই দেশের প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক মানুষ তাঁরাও ভেবেছেন যে, গুজরাটে সেক্যুলার সরকার থাকলে এই অবস্থা হতো না। অর্থাৎ, ভারতে দাঙ্গা লাগলে সেক্যুলার হয়ে যাই, কিন্তু বাংলাদেশে আমরা সেক্যুলার থাকি না; সাম্প্রদায়িক হয়ে যাই।’ একই অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, ‘বঙ্গবন্ধু যে ধর্মনিরপেক্ষতা চেয়েছিলেন, সেটা থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।’ আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের লেখা বঙ্গবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং নাফিসা বানুর লেখা বঙ্গবন্ধু, শুদ্ধাচার, নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তাঁরা। এর ঠিক দু’দিন পরই পঞ্চগড়ের ‘সালানা জলসা’কে কেন্দ্র করে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর ভয়াবহতম সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটে! সংবাদমাধ্যমে এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যতটুকু এসেছে, তা নিমজ্জিত হিমশৈলীর দৃশ্যমান চূড়ামাত্র। শুধু ভিন্নবিশ্বাসের কারণে মানুষ কতখানি দলবদ্ধ নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হতে পারে; সে চিত্র না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। যা ঘটেছে, তার জন্য লজ্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শুধু পঞ্চগড় নয়; আমরা উত্তরবঙ্গবাসী এই চিত্র এমনকি কল্পনাও করতে পারতাম না। সম্প্রদায়ের পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলাবলি ছিল না, তা নয়। কিন্তু সম্প্রীতির পরিবেশ ছিল। বৈপরীত্যের মধ্যেও মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব ছিল, সম্প্রীতি ছিল। পঞ্চগড়ের কাদিয়ানিদের সঙ্গে স্থানীয় অপরাপর মুসলমানের আত্মীয়তায় কোনো বাধা ছিল না। তবে সময়ের ফাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মবিশ্বাস অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে; সারাদেশের প্রবণতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এ দেশের চাঁদে যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীকে দেখা যায়; ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম জ্বালানো হয়; আদিবাসীদের হত্যা করা হয়; ধর্মগ্রন্থ অবমাননার গুজব ছড়িয়ে পিটিয়ে মানুষ মারা হয়। এমনকি স্কুলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও সাম্প্রদায়িক উস্কানি থাকে। সাম্প্রদায়িকতা নারীর পোশাক, কপালের টিপ, যাত্রাপালা, পহেলা বৈশাখের উৎসব, বিশ্বঐতিহ্যের উপাদান বাউল গানকে ছাড়ে না। সাম্প্রদায়িকতা সাধুসঙ্গে হামলা করে; কবিগানকে স্তব্ধ করে; শিক্ষা পাঠ্যক্রমকে প্রভাবিত করে। এমনকি বাল্যবিয়ে রোধেও প্রতিবন্ধক হিসেবে আবির্ভূত। সব প্রগতি থামিয়ে দিয়ে ধনতান্ত্রিক, বৈষম্যপূর্ণ, বিদ্বেষে ভরা বাংলাদেশ কায়েম করতে চায়। সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষককে কান ধরে ওঠ-বস করাতে পারে; সামাজিক মাধ্যমে অব্যাহত উস্কানি ছড়াতে পারে। এমনকি মসজিদের মাইক ব্যবহার করে গুজব রটিয়ে সমাজের সংহতির ওপর বিষ ঢেলে দিতে পারে। ভয় লাগে! অপরাধী চিহ্নিত করা ও তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নজির না থাকায় ভয় বাড়ে।

সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেওয়া এবং এর ধারাবাহিকতায় ভাঙচুর, অগ্নিকাণ্ড, হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শাস্তির তালিকা করতে পারলে নিশ্চয় বলা যেত— এই ‘রক্তগঙ্গার মাধ্যমে’ অর্জিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে সক্রিয়! কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, সেই বাংলাদেশ থেকে ‘আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি।’ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল দীর্ঘমেয়াদে ক্ষমতায় থাকার পরও সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা প্রশ্নের সুরাহা হয় না। এর প্রভাব পড়ে সমাজে; সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মনে। তাদের সহিষ্ণুতা লোপ পায়। হাজারো মানুষ মিলে ভিন্নমতের মানুষের ওপর নিষ্ঠুর আক্রমণ চালাতে তারা উৎসাহ বোধ করে।

পঞ্চগড়ে সালানা জলসাকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তো নতুন নয়। প্রতি বছর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা ঘিরে এখানে উত্তেজনা দেখা দেয়। তবে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ— সবার মধ্যস্থতায় সালানা জলসা হয়ে থাকে। অথচ এবার পঞ্চগড়ের সাধারণ মানুষই মনে করছে--- কেউ নাকি বুঝতেই পারেনি এমন দলবদ্ধ সহিংসতা ঘটতে পারে! পঞ্চগড়ের আহমদনগর, বোদার ফুলতলা, শালশিড়ি, সোনাচান্দি— সব গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুট করা হয়েছে বাড়ি ও দোকানপাট। এসব করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনে। নদীর ওপার থেকেও ভিনগাঁয়ের লোকজন দলে দলে এপাড়ে এসে আহমদিয়াদের ওপর আক্রমণ করেছে। ঘটেছে মানবতার করুণ অধঃপতন। কেন বোঝা যায়নি পরিস্থিতি? প্রশাসনের কাছে মুসল্লিদের পক্ষ থেকে আবেদন দেওয়া হয়েছিল আগেই--- আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সালানা জলসা যেন বন্ধ করা হয়। সেদিন থেকেই ফেসবুকে অপপ্রচার চলেছে। তাহলে কেন সহিংস হামলার আশঙ্কা আমলে নেওয়া হয়নি? সাধারণ মানুষ মনে করে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় অবশ্যই প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের প্রস্তুতি ছিল না কিংবা তাঁরা আহমদিয়াদের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা দেখিয়েছেন।

পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে এলেও; শতাধিক অপরাধী গ্রেপ্তার হলেও সমাজের মানুষের মন থেকে আশঙ্কা দূর হয়নি। ইতোমধ্যে যাঁদের মৃত্যু হলো, তাঁদের পরিবার কি কোনোভাবে শান্তি ফিরে পাবে? বেশ কয়েকটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও গ্রুপ থেকে এখনও আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে প্রচারণা অব্যাহত আছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এর প্রয়োগ তো দেখা যাচ্ছে না! কিংবা সত্যিই কি শুধু আইন দিয়ে সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়ানো সম্ভব? সমাজে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সম্প্রীতি বিকাশের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি ছাড়া সাম্প্রদায়িকতা থেকে বাংলাদেশের মুক্তি নেই। দূর করতে হবে কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি। নইলে সমাজে সুঁই হয়ে প্রবেশ করা সাম্প্রদায়িকতা কখন রাষ্ট্র কাঠামোয় ফাল হয়ে উঠবে, আমরা বুঝতেই পারব না।

বিশ্ব নারী দিবসে অবিস্মরণীয় বঙ্গনারী

রাজু পারাল

অজস্র গুণী রমণী আজ প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। অথচ তাঁরা বাংলা ও বাঙালির গর্ব। আগামী দিনের বাংলা গড়ায় তারা আমাদের পথপ্রদর্শক। প্রতি বছরই ৮ মার্চ পালিত হয় “বিশ্ব নারী দিবস”। মহিলাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এই বিশেষ দিনটি পালিত হয় বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও আজ অনেক কাজে এগিয়ে রয়েছেন। উনিশ শতকে এরকম দু’জন উজ্জ্বল নক্ষত্রের পরিচয় মেলে। প্রথমজন স্বর্ণকুমারী দেবী আর অন্যজন বেগম রোকেয়া। এঁরা স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বটে, তবে উত্তরকালে যতটা শ্রদ্ধায় তাদের চর্চা করা উচিত, কার্যত তা হয়নি। ও সমাজ সংস্কারক রোকেয়া খাতুন ছিলেন বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত। বিশেষ করে সারাজীবন নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। জ্যোতির্ময়ী রোকেয়া খাতুন ছিলেন বিদ্যাসাগর চেতনার মানুষ তার আবির্ভাবে নারীরা পেয়েছিল যথার্থ সম্মান, সমঅধিকার আর মাথা তুলে বাচার অধিকার। ভারতের মুসলিম সমাজ যখন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আধারে নিমডিত, অবজ্ঞায় এদেশের নারীসমাজ যখন জর্জরিত- সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের মতো একজন মহীয়সী নারীর আবির্ভাব না ঘটলে এদেশের নারীশিক্ষা ও নারীজাগরণ সম্ভবপর হত না। তিনি নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছিলেন নারী সমাজের করুণ অবস্থার কথা এবং তিনি মুক্তির উপায় নেই। তাই নিজে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে যেমন পড়ালেখা শিখেছেন, অন্যের শিক্ষালাভের জন্যও তেমন চিরকাল অক্রান্ত পরিশ্রম করেছেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার প্রসার ঘটলেও সমাজে কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর হবে, নারী জাতি স্বাধীনভাবে একটু নিঃশ্বাস নিতে পারবে। তাই একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠন তৈরি করে নারী মুক্তির দিশারী হয়ে উঠেছিলেন বেগম রোকেয়া।

বেগম রোকেয়ার শিক্ষালাভ, সাহিত্যচর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধ গঠনে তাঁর দু’ভাই ও বোনের যথেষ্ট অবদান ছিল। তীর বাল্যশিক্ষা মোটেই সুখকর ছিল না। শিক্ষালাভের জন্য তাকে অনেক কষ্টের সম্মথীন হতে হয়েছিল। হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। রোকেয়াকে তিনি সেই শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। রোকেয়ার পিতা ও ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। সেকালে ইংরেজি বসার জা রিয়ার এহনিলিকা হিসাবে বাখা হলেও সমাজ নলের টি জা তান রর দিতে হয়। ফলে রোকেয়ার ইংরেজি শিক্ষায় ছেদ পড়ে। তবে পরবতর্তীকালে দাদাদের কাছে তিনি ইংরেজি ও বাংলা শেখেন। প্রসারিত হয় তার চেতনার দুয়ার। ১৮৯৮ সালে বাগলপুর নিবাসী শিক্ষিত, সংস্কৃতমনস্ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন করেছেন। সাহিত্য চর্চা শিক্ষার প্রসার, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ-সব ব্যাপারেই রোকেয়ার পাশে ছিলেন তাঁর স্বামী। তাই ১৯০৯ সালের ৩ মে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি ওই বছরেই “সাখাওয়াত

রোকেয়া। কথায় বলে, একজন সফল পুরুষের পিছনে সবদাই কোনও না কোনও নারীর অবদান অত্যন্ত প্রয়োজন, তার আদর্শ নিদর্শন স্বামী সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার সব ইচ্ছাপুরণের জন্য তিনি সব রকমের সাহায্য এবং সহযোগিতা মেমোরিয়াল স্কুল” প্রতিষ্ঠার সাহস পেয়েছিলেন। মাত্র পাঁচজন মহিলাকে নিয়ে এই স্কুলের যাত্রা শুরু করেছিলেন। রোকেয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ছাত্রী সংখ্যা পরে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল আশি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পারিবারিক কারণে ১৯১১ সালেই তাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। কলকাতায় এসে তিনি মেয়েদের জন্য একটি উপযুক্ত আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে নাম দিলেন “সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল”। যা আজও নারী শিক্ষায় একটি গর্বের বিষয় হয়ে রয়েছে।আজ থেকে বহু বছর আগে এই কাজটা মোটেই সহজ-সরল ছিল না। প্রবল বাধা-বিপত্তি, নিন্দা-অপবাদ সহ্য পড়েছিলেন।

সাহিত্যিক হিসেবেও তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা হয়ে উঠেছিলেন। নারীর ভেতরের সত্তাকে জাগিয়ে তোলা, তাদের স্বাধীন কর্মভূমিতে প্রতিষ্ঠা করা, তাদের চিন্তার আকাশকে বৃদ্ধি করাই ছিল তার লেখার বিষয়বস্তু। রোকেয়ার প্রতিটি লেখাই ছিল যুক্তিনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক। অত্যন্ত সহজভাবে লেখা তার ব্যঙ্গাত্মক লেখাগুলি মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিত। যথার্থ অর্থেই তার লেখনী ছিল তরবারির চাইতেও ধারালো।

নারী স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বাড়ির পুত্র, কন্যা

এবং বধূরা মিলে স্বাধীনতার এবং স্বাধিকারের এক স্বতন্ত্র আবহ তৈরি করেছিলেন। সে যুগের নিরিখে যা ছিল নজিরবিহীন। মর্হি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাসুন্দরী দেবীর নবম সন্তান ও তৃতীয় কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ছিলেন অনন্য এক প্রতিভাময়ী। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্য সব কল্যাণের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন দিপ্যময়ী। উত্তরকালে, কবি, সমাজসেবিকা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলেও নিজেকে বিদুধী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন স্বকুমারী। ১৮৬৭ সালের ১৭ নভেম্বর জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে বিবাহের সুত্রে স্বর্ণকুমারী দেবীর আটপৌরে জীপ হয়। বাল্যকাল থেকেই গানবাজনা এবং সাহিত্য চর্চায় আকর্ষণ থাকায় ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত “ভারতী, পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন দুবার (১২৯১-১৩০১ এবং ১৩১৫-১৩২১ বঙ্গাব্দ)। পরে বাংলাদেশের থিয়সফিক্যালত্ত সোসাইটির সভাপতিও নির্বাচিত হন তিনি। প্রতিষ্ঠা করেন “সখী সমিতি নামের একটি প্রতিষ্ঠানও। বনু দেশাত্মবোধক গানের রচনাও তিনি করেছিলেন। বেদনার কথা, উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত এক রমণী যেভাবে সৃষ্টির নেশায় অহোরাত্র যাপন করলেন, অন্ধকারের বুক চিরে বাংলার মেয়েদের জনন্য আলোর রেখাপথ নির্মাণ পাশ কাটিয়ে গেল। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রা পথে বিফলতা এড়াতে কৌশলগতভাবে হট অ্যাক্সেল বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ১০ জুন, ২০২৪: ট্রেনের নিরাপদ চলাচলের উপর মুখ্য গুরুত্ব দিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যাত্রা পথে হট অ্যাক্সেল বিফলতার শনাক্তকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাই এর জন্য স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ যেখানে ট্রেনের রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা করা হয়, সেখানে কৌশলগতভাবে হট বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) স্থাপন করা হয়েছে।

সেন্সর ভিত্তিক এই এইচবিডি চলন্ত ট্রেনগুলিতে হট অ্যাক্সেলের ঘটনা চিহ্নিত করবে এবং প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে কর্মীদের সতর্ক করবে। কোচ এবং ওয়াগনগুলির চাকার অবিরত চলাচলের জন্য কখনও কখনও বল বিয়ারিং বিকল হয়ে পড়ে, যার ফলে অ্যাক্সেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটিকে হট অ্যাক্সেল বলা হয়। হট অ্যাক্সেলের ঘটনা বিভিন্ন কারণে হতে পারে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওভারলোডিং, বিয়ারিঙের ত্রুটিযুক্ত অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা।

সেন্সর ভিত্তিক এইচবিডি-র দ্বারা পণ্যবাহী ট্রেনে ২০২০-২১ সালে ০৭টি ঘটনা, ২০২১-২২ সালে ০৯টি ঘটনা, ২০২২-২৩ সালে ১৪টি ঘটনা এবং ২০২৩-২৪ সালে একটি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ১৬টি হট বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে কামাখ্যা (০২টি), গুয়াহাটি (০৪টি), নিউ বঙাইগাঁও (০১টি), রাঙাপাড়া নর্থ (০১টি), নিউ জলপাইগুড়ি (০৪টি) এবং কাটিহার (০৪টি)।

যেহেতু রেলওয়ের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হট অ্যাক্সেল একটি মুখ্য উদ্বেগের বিষয়, তাই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুরক্ষার পাশাপাশি ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার ক্ষতি প্রতিরোধ করতে রেলওয়ে কর্মীদের কাউন্সেলিং করা এবং সুরক্ষার মানের উপর আন্তঃবিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা।

দেশের স্বার্থে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাংবাদিক ও নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য : অশোক শ্রীবাস্তব

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : দেশের বিরুদ্ধে যে ধরনের অপপ্রচার চলছে, সে সবের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাংবাদিক ও নাগরিকদের কাছে কঠিন চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ধ্বংসকারী এ ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা সাংবাদিক ও নাগরিকদের প্রধান কর্তব্য। বলেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক তথা দিল্লি দূরদর্শনের সিনিয়র কনসালটিং এডিটর অশোক শ্রীবাস্তব।

রবিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটির বড়বাড়ি ভিআইপি রোডে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর কার্যালয় 'সুদর্শনালয়'-এর 'কর্মযোগী গৌরীশংকর প্রেক্ষাগৃহ'-এ বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র গুয়াহাটি আয়োজিত 'নারদ জয়ন্তী'র অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য পেশ করছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক শ্রীবাস্তব।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে অশোক শ্রীবাস্তব বলেন, সাংবাদিকতার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষা ও সেবা করা। কেবল একজন নেতা বা একটি দলের চ্যালেঞ্জের চেয়ে দেশের স্বার্থ রক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। দেশের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভুয়ো ন্যারেটিভ বা অপপ্রচার উৎখাত করা। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দলের আসন বৃদ্ধির ঘটনায় কার্যত নির্বাচন কমিশন এবং ইভিএম ইত্যাদিকে রক্ষা পেয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে ভারতে একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। কিন্তু ভারতে আজ কোনও স্বেচ্ছাচারিতা বা একনায়কতন্ত্র নেই এবং আসতেও পারে না। একটি দুর্ভাগ্যজনক খবরের বর্ণনা করে শ্রীবাস্তব বলেন, তামিলনাড়ুতে একজন পরাজিত নেতার ছবি ছাগলের মাথায় লাগিয়ে ছাগলটিকে জবাই করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা শাসক দলকে ভোট দেননি তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়, মারপিট করে ঘরছাড়া করা হয়, এ কেমন প্রবণতা, প্রশ্ন তুলেছেন বক্তা।

বিস্ময় ব্যক্ত করে অশোক শ্রীবাস্তব বলেন, চণ্ডীগড়ের নবনির্বাচিত সাংসদকে যে অপমান করেছে, তাকে সমর্থন করে গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করা হচ্ছে। পঞ্জাব এবং হরিয়ানায় কৃষক-বিক্ষোভের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে একটিও মৃত্যু হয়নি। অথচ ৭০০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে মিথ্যা খবর সম্প্রচার করা হচ্ছে। বলেন, এ দেশে এমন একজনও নেই যাঁকে পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের মতো ভারত থেকে পালাতে হয়েছে। যারা 'সিএএ'-এর প্রতিবাদের নামে শাহিনবাগে দেশবিরোধী স্লোগানকে গণতান্ত্রিক বলে তারা ক্ষমার অযোগ্য। বিবিসির মতো সংবাদ সংস্থাগুলি ভারতের মানহানি করছে। ভারতীয় মিডিয়ার একটি অংশও এই সংস্থার খবরের ভিত্তিতে ভুয়ো আখ্যান প্রচার করছে। আক্ষেপ করে তিনি বলেন, সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের সময় জনগণের একটি অংশ জাতি-ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করতে অত্যন্ত সফল হয়েছে। এভাবে বহু উদাহরণ তুলে ধরে প্রায় সোয়া ঘণ্টা বক্তব্য পেশ করেছেন প্রথিতযশা সাংবাদিক অশোক শ্রীবাস্তব।

এদিকে এবারের 'দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে দ্য আসাম ট্রিবিউন পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক প্রশান্তজ্যোতি বরুয়াকে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দিল্লি দূরদর্শনের সিনিয়র কনসালটিং এডিটর অশোক শ্রীবাস্তব প্রশান্তজ্যোতি বরুয়ার হাতে নির্ধারিত মূল্যের চেক, প্রশস্তিপত্র, অঙ্গবস্ত্র, বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই, ভারতমাতার ছবি ইত্যাদি তুলে দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রশান্তজ্যোতি বরুয়া বলেন, ভারতের প্রথম কাগজ বেঙ্গল গ্যাজেট বা গ্রিস ও রোমের সভ্যতার আগে ভারতে দেবর্ষি নারদ সংবাদ ও তথ্য আদান-প্রদান করতেন। বরুয়া বলেন, দেবর্ষি নারদের স্বর্গ-পাতালে অবাধ বিচরণ ছিল। তিনি আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতীক।

'দেবর্ষি নারদ জয়ন্তী পুরস্কার' অনুষ্ঠানে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র, অসমের পক্ষ থেকে দৈনিক অগ্রদূত-এর দিগন্ত গোস্বামী, অসমীয়া প্রতিদিনের পদ্মিনী হাজরিকা এবং এনডি২৪ চ্যানেলের রাজু বরুয়া সহ তিন তরুণ সাংবাদিক সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। এদিন প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক শ্রীবাস্তবকে সেলেং চাদর, অর্ণাই এবং কিছু বই উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। এছাড়া জঙ্গল সত্যাগ্রহ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, মৃত্যুঞ্জয় বীর, আধুনিক ভারতর খানিকর (বাংলা অনুবাদ) শীর্ষক তিনটি বই এদিন উন্মোচন করেছেন বিশিষ্টরা।

অনুষ্ঠানমঞ্চে ছিলেন বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র অসমের সভাপতি ও লেখক ড. গৌরাঙ্গ শর্মা, বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র অসমের সহ-সভাপতি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ-এর গুয়াহাটি মহানগর সংঘচালক গুরুপ্রসাদ মেধি। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র অসমের সম্পাদক কিশোর শিবম প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গোটা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন নব বুজরবরুয়া।

যাত্রাপথে বিফলতা এড়াতে পদক্ষেপ এনএফ রেলের, স্থাপিত হট অ্যাক্সেল বক্স

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : যাত্রাপথে হট অ্যাক্সেল বিফলতার শনাক্তকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ যেখানে ট্রেনের রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা করা হয়, সেখানে কৌশলগতভাবে হট বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) স্থাপন করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সেন্সর ভিত্তিক এই এইচবিডি চলন্ত ট্রেনগুলিতে হট অ্যাক্সেলের ঘটনা চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে কর্মীদের সতর্ক করবে। কোচ এবং ওয়াগনগুলির চাকার অবিরত চলাচলের জন্য কখনও কখনও বল বিয়ারিং বিকল হয়ে পড়ে, যার ফলে অ্যাক্সেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একে হট অ্যাক্সেল বলা হয়। হট অ্যাক্সেলের ঘটনা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওভারলোডিং, বিয়ারিঙের ত্রুটিযুক্ত অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা।

সেন্সর ভিত্তিক এইচবিডি-র দ্বারা পণ্যবাহী ট্রেনে ২০২০-২১ সালে সালেটি ঘটনা, ২০২১-২২ সালে নয়টি ঘটনা, ২০২২-২৩ সালে ১৪টি ঘটনা এবং ২০২৩-২৪ সালে একটি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল। আজ সোমবার এক প্রেসবার্তায় এ খবর দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ১৬টি হট বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে কামাখ্যায় দুটি, গুয়াহাটিতে চারটি, নিউ বঙাইগাঁওয়ে একটি, রাঙাপাড়া নর্থ-এ একটি, নিউ জলপাইগুড়িতে চারটি এবং কাটিহারে চারটি।

বিবৃতিতে সব্যসাচী দে বলেন, যেহেতু রেলওয়ের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হট অ্যাক্সেল একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়, তাই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুরক্ষার পাশাপাশি ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতার ক্ষতি প্রতিরোধ করতে রেলওয়ে কর্মীদের কাউন্সেলিং করা এবং সুরক্ষার মানের উপর আন্তঃবিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করা।

পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়েতে বাস দুর্ঘটনা, মৃত ৩, আহত বহু

গাজীপুর, ১০ জুন (হি. স.): উত্তর প্রদেশে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। বাসের সঙ্গে একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত ৩। আহত বহু। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল সড়কের কাছে।

জানা গেছে, অযোধ্যা থেকে বিহারের বালিয়ায় যাচ্ছিল যাত্রী বোঝাই বাসটি। পথে একটি ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বাসচালকের। এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, এদিন ভোর ৫ টা নাগাদ পূর্বাঞ্চল জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বাসটি অযোধ্যা থেকে বিহার যাচ্ছিল। ভোরে রাস্তার ধারে ডাম্পারটি দাঁড়িয়েছিল। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাতে ধাক্কা মারে, ওই বাসটিতে ৩৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১১ জনের বেশি। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রেম সিং তামাং

গ্যাংটক, ১০ জুন (হি. স.) : দ্বিতীয়বারের জন্য সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন প্রেম সিং তামাং (গোলে)। সোমবার পালজোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

মিলল না জামিন, ১৪ দিন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে প্রজ্জ্বল রেভান্না

বেঙ্গালুরু, ১০ জুন (হি. স.) : এবারও ছাড় পেলেন না জেডিএসের বরখাস্ত নেতা প্রজ্জ্বল রেভান্না। প্রজ্জ্বল রেভান্নাকে ফের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ১৪ দিন অর্থাৎ আগামী ২৪ জুন পর্যন্ত প্রজ্জ্বল বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকবেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বিদেশ থেকে বেঙ্গালুরুতে প্রজ্জ্বল রেভান্না ফেরার পর বিমানবন্দরে নামতেই প্রজ্জ্বলকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়ার নাতি প্রজ্জ্বলের বিরুদ্ধে রয়েছে যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরুণা নদীতে পড়ল গাড়ি

বারাণসী, ১০ জুন (হি. স.) : শিবপুর থানা এলাকার পিসঘর ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির বিলাসবহুল গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরুণা নদীতে পড়ে যায়। সোমবার এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। স্থানীয় লোকজন ও জেসিবির সহায়তায় পুলিশ গাড়িটিকে নদী থেকে তুলে আনে। লাহারতারা বাউলিয়ার বাসিন্দা আকাশ গুপ্ত সকালে সারনাথে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য টাটা সাফারি স্টিম গাড়িতে করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আকাশ গাড়ি নিয়ে পিসঘর ব্রিজের কাছে পৌঁছলে হঠাৎ সামনে থেকে একটি কুকুর চলে আসে। কুকুরটিকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বরুণা নদীতে পড়ে যায়। গাড়ি নদীতে পড়ার আগেই আকাশ লাফ দিয়ে দেয়। গাড়ি নদীতে পড়ে যেতে দেখে নদীতীরে ভিড় জমে যায়। এরপর আকাশ ১১২ নম্বরে ডায়াল করে পুলিশকে খবর দেয়। চালক ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিল না, তাই বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি।

মণিপুরের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে নেওয়ার দাবি 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : প্রতিবেশি মণিপুরের জিরিবাম জেলায় পুনরায় জাতি দাঙ্গা মাথাচাড়া দেওয়ায় উদ্বিগ্ন অসমের কাছাড় জেলার মানুষ। নতুন করে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য মণিপুর সরকারকে দায়ী করেছে 'আমরা বাঙ্গালী' দল।

'আমরা বাঙ্গালী' অসম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজ সোমবার এক প্রেস বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন থেকে চলমান মণিপুরের জাতি সংঘর্ষ দমন করে শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যদর্থ সরকার। তাই মণিপুরে শান্তি ও সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিতে 'আমরা বাঙ্গালী' বহুদিন থেকে দাবি জানাচ্ছে। যেহেতু আগের কেন্দ্রীগায় সরকার তা করেনি, তাই নতুন সরকারের কাছে মণিপুরকে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় নেওয়ার পুনরায় দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙ্গালী। পাশপাশি বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের কাছে এলাকায় শান্তি স্থাপনের আবেদন জানিয়েছে দল।

এদিকে সর্বহারা হয়ে মণিপুরের জিরিবাম জেলা থেকে যারা কাছাড়ে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের পর্যাপ্ত সুরক্ষা এবং ত্রাণসামগ্রী প্রদানের দাবি জানিয়েছে আমরা বাঙ্গালীর অসম রাজ্য কমিটি।

প্রয়াত মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমল কালে

মুম্বই, ১০ জুন (হি. স.): অমল কালে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, নিউইয়র্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। কালে, এমসিএ সেক্রেটারি অজিঙ্কা নায়েক এবং সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য সুরজ সামতের সাথে রবিবার স্টেডিয়ামে বসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের রোমাঞ্চকর জয় দেখেছিলেন।

২০২২ সালের অক্টোবরে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন সন্দীপ পাটিলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ যুদ্ধে পরাজিত করার পর কালে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। আসন্ন মরসুম থেকে মুম্বইয়ের সিনিয়র পুরুষদের ম্যাচ-ফি দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

হঠাৎই সংসদ ভাঙলেন প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁ, ফ্রান্সে অকাল ভোটের ঘোষণা

প্যারিস, ১০ জুন (হি. স.) : সংসদ ভেঙে দিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। রবিবার হঠাৎ তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন, সংসদ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। অবিলম্বে সংসদীয় নির্বাচন করা হবে। আগামী ৩০ জুন এই নির্বাচন হতে চলেছে বলেই জানান ম্যাক্রঁ। হঠাৎ এই ধরনের সংসদীয় নির্বাচনকে স্ন্যাপ লেজিসলেটিভ ইলেকশন বলা হয়। ম্যাক্রঁ জানিয়েছেন, আগামী ৩০ জুন প্রথম দফায় সংসদের নিম্নকক্ষের নির্বাচন হবে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-Tender
PNIe-T No: 01/EE/DIV-III/AMC/2024-25 Dt: 07/06/2024
The Executive Engineer, PW Div-III, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for following work(S):-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Construction of 500 seated community hall at hapania under ward No-49, AMC DNIeT No.01/EE/DIV-III/AMC/2024-25	90,24,935	1,80,499	365 days

Last time and date of submission of bid: 21/06/2024 at 15.00 hrs.
Opening date of bid : 22/06/2024
Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. J. Chakraborty)
Executive Engineer,
PW Division-III,
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
MECHANICAL DIVISION
Ramnagar Road No.9 Agartala, Phone:-0381-2330010

F.No. 660/Mech. Div./AMC/2024/2240-2244
Dated, Agartala the 07/06/2024
Quotation for Hiring of Vehicle
Press Notice No:-06/PNIQ/AMC/2024, Dt. 07/06/2024
Quotation in sealed cover are hereby invited from the owners or any agency for providing 04 Nos. ECCO/Wagon-R for Agartala Municipal Corporation, Tripura, Agartala on hiring basis. Quotation in sealed cover addressed to the Executive Engineer, Mechanical, Agartala Municipal Corporation, Ramnagar Road No-9 Agartala, should reach on or before 14th June, 2024 within 5.30 P.M. Quotation received after aforesaid date and time will not be accepted. On the top of envelop, "Quotation for Agartala Municipal Corporation for providing ECCO/Wagon-R on hiring basis"
Full name and address with phone number of quotationer shall have to be mentioned. Quotations will be opened on 14/06/2024 at 5.30 P.M. Quotationer's or their authorized representative may remain present during opening of quotations. The details may be seen in the following site of Agartala Municipal Corporation.
Application fees Rs. 500/- (no refundable) and EMD. Rs. 5000/- (refundable). Both are to be submitted in the form of DD of Nationalized Bank in favour of Agartala Municipal Corporation and to be submitted along with
www.agartalacity.tripura.gov.in

(Chinmoy Chakraborty)
Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala Municipal Corporation

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সনাক্ত করণ চাই
Ref :- GB Top GD Entry no-10 Dated : 03/06/24
পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ বয়স ৪৮ বছর উচ্চতা ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, গায়ের রক্ষ শ্যামলা, মুখমন্ডল-গোলাকার, চুল- কালো এক সাদা। গত ০৭য়০৫য়২০২৪ ইং তারিখ ১২ টা ১৪ মিনিটে আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হ এবং চিকিৎসা চলাকালীন গত ০৩/০৬/২০২৪ ইং তারিখ ৫টা ৪৫মিনিটে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মিপরিজন মৃতদেহের দাবী করেনি।
উপরে উল্লেখিত অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সমন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করার হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪
৩। জিবি টিওপি- ০৩৮১ ২৩৫ ৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA-D-271/24

PNIe-T No. 02/EE/DWS/[illegible]/2024-25 Dt. [illegible]
(1) DNIe-T No. 27/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(2) DNIe-T No. 28/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(3) DNIe-T No. 29/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(4) DNIe-T No. 30/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(5) DNIe-T No. 31/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(6) DNIe-T No. 32/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(7) DNIe-T No. 33/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(8) DNIe-T No. 34/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(9) DNIe-T No. 35/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(10) DNIe-T No. 36/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(11) DNIe-T No. 37/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(12) DNIe-T No. 38/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(13) DNIe-T No. 39/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(14) DNIe-T No. 40/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(15) DNIe-T No. 41/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(16) DNIe-T No. 42/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(17) DNIe-T No. 43/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(18) DNIe-T No. 44/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(19) DNIe-T No. 45/EE/DWS/[illegible]/2024-25
(20) DNIe-T No. 46/EE/DWS/[illegible]/2024-25
Period of downloading of bidding documents :- 12/06/2024 to 19/06/2024
Deadline for online Bidding :- 19/06/2024 up to 15:00 Hours
Date & Time of opening Bid :- 20/06/2024 up to 12:00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- O/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
[illegible] Tripura
ICA/C-60/24

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-01/AGRI/EE(MECH)/2024-25
Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Department of Agriculture & F.W, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 02.00 P.M on 21/06/2024.

SL. NO.	DNIT NO.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-Bidding	Bid opening date	Eligibility of the bidder
1	e-01/AGRI/EE(M)/2024-25	Installation of Online UPS in Tripura State Organic Farming Development Agency (TSOFDA) Office at S.A.R.S. complex, A. D. Nagar, Agartala, Tripura (W).	Rs. 1,58,529.00	Rs. 1,000/-	Rs.3,171/-	21/06/2024 up to 2.00 PM	21/06/2024 at 3.00 P.M.(if possible)	Reputed Registered Electrical Contractor's/ Firms/ agencies/ enlisted in the appropriate class of Tripura PWD/ TTAADC and from the Electrical Contractor's/ Firms/agencies. enlisted/ registered of appropriate class of MES, Railways, CPWD and other State PWD having experience in at least three Nos. of similar nature of work.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned ifdesired.
ICA/C/61/24

(Er. Sumanta Nandi)
Excutive Engineer (Mech.)
Deptt.of Agriculture & FW.
Office Lane, Agartala

"Notice Inviting Quotation"
The CDPO Rajnagar on behalf of the Government of Tripura, Rajnagar ICDS Project invites sealed cover quotation from the bona-fide resourceful Co-operative Society/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandals etc. for procurement of Soyabean (Sister Brand) for the purpose of Supplementary Nutrition Programme (SNP) for FY 2024-25. The sealed cover quotation for procurement of Soyabean (Sister Brand) should reach to the Office of the undersigned on or before 1.00 P.M on 14-06-2024 & the quotation will be opened on same day after 1.00P.M The terms and condition for the Co-operative Society/LAMPS/PACS/SHGS/Mahila Mandals etc.for submitting quotqtion for Soyabean for FY-2024-25 are available at O/o the CDPO, Rajnagar ICDS Project, South Tripura, on all working days during the hours from 11:00 A.M to 3:00 P.M from the date of publication of this Quotation. Interested bidders are requested to collect terms and condition & the application forms (Format-1) from 0/0 the CDPO Rajnagar by depositing Rs 200/- in cash along with photo copy of the registration of the firms/organization to cash section of the undersigned.
ICA/C/67/24
Sd/-(Bishnu Pada Pal)
CDPO
Rajnagar ICDS Project.
South Tripura.

PNIe-T NO:- 01/EE-1/2024-25,
Dated 07/06/2024
The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 28-06-2024 for 01 (One) No. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/54/24

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION
NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST
TRIPURA

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ফলের রস তৈরির সময় এই ৫ ভুল করলে বাড়তে পারে ব্লাড সুগার

গরম বাড়ছে। এখন শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে হাইড্রেটেড থাকতে হবে। আর তার জন্য প্রচুর পরিমাণে তরল খাবার খেতে হবে। অর্থাতডাবের জল, ফলের রসের উপর বেশি জোর দিতে হবে। যদিও বছরের যে কোনও সময় আপনি ফলের রস পান করতে পারেন। ফলের রস শুধু শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে, তা নয়। ফলের রসে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, মিনারেল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি শরীরে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। তবু আমরা ফলের রস বা জুস তৈরির সময় ছোটখাটো ভুল করে ফেলি, যার মাশুল দিতে হয় বড়সড়। বিশেষত ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হতে পারে। তাই জুস তৈরির সময় কোন ভুল এড়িয়ে যাবেন, দেখে নিন তাজা ফলের রস পান করুন- সবসময় তাজা জুস পান করার চেষ্টা করুন। এমনকী এক ঘণ্টা আগে তৈরি জুসও পান করা উচিত নয়। এতে ফলের রস পুষ্টি হারাতে শুরু করে। পুষ্টিবিদদের মতে, ফলের রস তৈরি করার পরই খেয়ে নেওয়া উচিত। একাধিক ফল ব্যবহার করবেন না- ফলের মধ্যে বেশ ভাল পরিমাণে শর্করা থাকে। সুতরাং, তিন-চার ধরনের ফল একসঙ্গে রস করে খাওয়া একদমই উচিত নয়। এতে ফলের কোনও গুণই পাওয়া যায় না। উল্টে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এই ভুল করা থেকে ডায়াবেটিসের রোগীদের সতর্ক থাকা উচিত। চেষ্টা করুন যে কোনও এক ধরনের ফল ব্যবহার করে রস তৈরি করার।

কাঁচা শাক-সবজি ব্যবহার করবেন না- অনেকেই মনে করেন কাঁচা পালং শাকের রস স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। কিন্তু খুব বেশি শাক দিয়ে রস বানিয়ে খাওয়া উচিত নয়। এতে উচ্চ মাত্রায় অক্সালেট থাকে, যা শরীরে ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিডনিতে পাথর তৈরি করে। তাই অতিরিক্ত পরিমাণে কাঁচা পালং শাকের তৈরি রস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। রসে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট যোগ করুন- জুস তৈরির জন্য অবশ্যই তাতে স্বাস্থ্যকর চর্বি যোগ করুন। অর্থাৎ আখরোট, আমন্ড, অ্যাভোকাডোর মতো স্বাস্থ্যকর খাবার যোগ করুন। এই স্বাস্থ্যকর ফ্যাটে ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই এবং ভিটামিন কে এর মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া যায়। চিনি যোগ করবেন না- ফলের রসে স্বাদ পেতে অনেকেই চিনি যোগ করেন। এই ভুল কাজ করবেন না। চিনি শরীরের জন্য বিষ। সুতরাং, চিনি মিশিয়ে ফলের রস পান করলে কোনও উপকার পাওয়া যাবে না। বরং, স্বাদের জন্য আপনি নুন ও লেবুর রস যোগ করতে পারেন। কিন্তু সেটা কোন ফলের রস তৈরি করছেন তার উপর নির্ভর করছে।

রোজকার এই ৬ অভ্যাসেই সুস্থ থাকবে কিডনি

শরীর সুস্থ রাখতে হলে কিডনিকে অবহেলা করলে চলবে না। নয়তো শরীরে বাসা বাঁধবে নানা জটিলতা। রক্ত পরিশ্রুত করা থেকে শরীরের বর্জ্য পদার্থ বের করে দেওয়া, সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে কিডনির ভূমিকা অনেক। আর এই কিডনিতে যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে তার প্রভাব গিয়ে পড়ে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর।

তাই কিডনি সুস্থ রাখা খুবই প্রয়োজন।

এখনকার দিনে অনেকেই কিডনির রোগে ভোগেন। প্রথমেই এই অসুখ ধরা যায় না। আর যখন রোগ ধরা পড়ে, তখন এতটাই গুরুতর আকার ধারণ করে যে মৃত্যু মুখে পর্যন্ত পড়তে হয়! তাই আগে থাকতেই সতর্ক হওয়া দরকার। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস করলেই কিডনি সুস্থ রাখা সম্ভব। দেখে নিন, দৈনন্দিন কোন কোন অভ্যাসে সুস্থ-সবল থাকবে কিডনি।

নিয়মিত শরীরচর্চা করুন

নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম কেবলমাত্র আমাদের সক্রিয় রাখে না, পাশাপাশি নানা স্বাস্থ্য সমস্যাও দূর করে। প্রতিদিন ব্যায়াম করলে রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে, হার্ট ও কিডনি সুস্থ থাকে। এ ছাড়া, আরও অনেক শারীরিক সমস্যা থেকেও মুক্তি দেয়। প্রতিদিন দৌড়ানো, হাঁটা, যোগব্যায়াম, সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা কিডনি সুস্থ রাখতে দারুণ কাজ করে। প্রচুর জল পান করুন

পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো। দিনে অন্তত সাত-আট গ্লাস জল পান করা উচিত। জল কিডনি থেকে সোডিয়াম এবং অন্যান্য টক্সিন বের করে দেয়, যার ফলে কিডনি রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমে। বিশেষত, যাদের কিডনিতে পাথরের সমস্যা রয়েছে, তাদের আরও বেশি জল পান করা উচিত। জল কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না। ধূমপান ত্যাগ করুন

ধূমপান রক্তনালী ব্লক করে দেয়, ফলে কিডনিতে রক্ত প্রবাহে বাধা পড়ে। তাছাড়া, ধূমপান রেনাল সেল কার্সিনোমা (এক ধরনের কিডনি ক্যান্সার) হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ায়। তবে ধূমপান ছেড়ে দিলে কিডনি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমে।

কিডনি পরীক্ষা করান

ডায়াবেটিস রোগী, জন্মগত ওজন কম, কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা রয়েছে এবং যাঁদের কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস রয়েছে তাদের কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই ব্যক্তিদের সময়ে সময়ে কিডনি পরীক্ষা করানো উচিত।

ওভার দ্য কাউন্টার মেডিসিন

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই কোনও ওষুধ খাবেন না। ডাক্তার যখন যে ওষুধ সুপারিশ করবেন, তখনই সেই ওষুধ খান। যখন তখন নিজের মতো ওষুধ খেলে কিডনি রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মার্চের গরমে কোন ফেসওয়াশ মাখবেন

বঙ্গে বসন্ত এলেও ত্বকের অবস্থা গ্রীষ্মকালের মতোই হয়ে থাকে। শীতের শুষ্কভাব কাটানোর আগেই ত্বক তৈলাক্ত হয়ে যায়। আবার কোনও সময় ত্বকে টান পড়ে। তখন আবার ময়েশ্চারাইজারের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সর্বপ্রথম ত্বককে পরিষ্কার রাখা জরুরি। ত্বক যদি ধুলো, বালি, ময়লা জমতে থাকে, তাহলে সমস্যা আরও বাড়ে। আবহাওয়ার সঙ্গে যেমন তাল মিলিয়ে স্কিন কেয়ার রুটিনে পরিবর্তন আনতে হয়, তেমনই ক্লিনজারের উপর বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি। সাধারণত ত্বকের যত্ন ফেসওয়াশ ও ময়েশ্চারাইজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ব্যস্ততার মাঝে এর চেয়ে বেশি করার সময়ও পান না অনেকে। কিন্তু এই ফেসওয়াশটাও যদি সঠিকভাবে করেন, তাহলে অন্য কিছু আর প্রয়োজন পড়ে না। বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফেসওয়াশ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক উপাদানকে ফেসওয়াশ হিসেবে ব্যবহার করলে আপনাকে আর ত্বক নিয়ে বেশি ভাবতে হবে না। বসন্তেও আপনার ত্বক কোমল এবং তেল মুক্ত থাকবে।

দুধ দুধ ত্বকের উপর প্রাকৃতিক ক্লিনজার হিসেবে কাজ করে। দুধের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, এটি পোরসের সমস্যা দূর করে এবং মরা চামড়া দূর করে। কাঁচা দুধে তুলোর বল ডুবিয়ে নিন। তারপর সেই তুলোর বল গোটা মুখে বুলিয়ে নিন। সার্কুলার মোশনে লাগাবেন। তারপর ঈষদুষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। এই প্রক্রিয়াটা আপনি প্রতিদিন করতে পারেন। এরপর আর কোনও ফেসওয়াশের প্রয়োজন পড়বে না।

টমেটো টমেটো ত্বকের উপর দারুণ উপযোগী। টমেটোর উপর বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও পুষ্টি রয়েছে, যা ত্বককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে। কাঁচা টমেটো কেটে ত্বকের উপর ঘষুন। তারপর ৫-১০ মিনিট রাখুন। তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এভাবে প্রতিদিন মুখে টমেটো ঘষলে ত্বক উজ্জ্বল হবে। পাশাপাশি সান ট্যানের সমস্যা দূর হয়ে যাবে এবং ত্বকে র‍্যাশের সমস্যা কমে যাবে। মধু মধুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। মুখে মধু মাখলে এটি আপনার ত্বককে নরম রাখে এবং ব্রণর সমস্যা কমায়। এই আবহে মধু মাখলে আপনার ত্বক শুষ্ক হবে না। এক চামচ মধু নিয়ে ত্বকের উপর ঘষে নিন। তারপর ঈষদুষ্ণ গরম জলে মুখ ধুয়ে নিন। এতে আপনার ত্বক নরম এবং তরতাজা দেখাবে। আলু আলু হল এমন এক সবজি যা ত্বকের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। আলুর মধ্যে ভিটামিন সি এবং আয়রন রয়েছে যা আপনাকে র‍্যাশ, ফুসকুড়ি, দাগছোপ, সূক্ষ্মরেখা এবং প্রাণহীন ত্বকের হাত থেকে মুক্ত দেয়। প্রথমে আলুকে ব্লেন্ড করে তার রস বের করে নিন। তারপর সেই রসে তুলোর বল ডুবিয়ে সারা মুখে লাগিয়ে নিন। মিনিট পনেরো পর মুখ ধুয়ে নিন।

রসুন শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়

বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ হল হৃদরোগ। উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, প্রদাহের সমস্যা থাকলে সেখান থেকে বাড়ে হৃদরোগের ঝুঁকি। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সমীক্ষা অনুসারে কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হার্টকে সুস্থ রাখতে ভূমিকা আছে রসুনের। গবেষণায় দেখা গিয়েছে রসুনের সঙ্গে লেবুর রস খেলেও কোলেস্টেরল দ্রুত হারে কমতে থাকে।

এছাড়াও রসুন শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে উচ্চরক্তচাপ, কোলেস্টেরলের হাত থেকেও রক্ষা করে। রসুনের মধ্যে যে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি গুণ থাকে তা শরীরের জন্য খুবই ভাল। শরীরে ভাল এবং খারাপ এই দুই রকম কোলেস্টেরলই থাকে। শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে শুরু করলে তখনই মুশকিল। খারাপ কোলেস্টেরল যদি বাড়তে থাকে তাহলে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যার্টাকের ঝুঁকি বাড়ে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে লেবুর রস আর রসুন একসঙ্গে খেলে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে। অর্থাতহাইপারলিপিডেমিয়ার ঝুঁকির হাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে লিপিডের মাত্রা, ফাইব্রিনোজেন, রক্তচাপ এসবও ঠিক থাকে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতিদিন হাফ বা এককোয়া রসুন খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা প্রায় ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। গবেষকরা তাঁদের গবেষণায় দেখেছেন রসুন এবং লেবুর রসের সংমিশ্রণ হাইপারলিপিডেমিয়ায় আক্রান্তদের ক্ষেত্রে খুব ভাল কাজ করে। এতে লিপিড এবং উচ্চরক্তচাপ দুই থাকে নিয়ন্ত্রণে। রসুন একটি শক্তিশালী ভেষজ, এর মধ্যে থাকে বায়োঅ্যাকটিভ যৌগ অ্যালিসিন এবং অন্যান্য উপাদান ডায়ালিল ডিসালফাইড এবং এস-অ্যালিসিস্টাইন। যা হৃদরোগের ঝুঁকি ঠেকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

এছাড়াও রসুনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে, যা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খুব ভাল উত সেই সঙ্গে তা ফ্রি র‍্যাডিকেলের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। এছাড়াও রসুনের মধ্যে থাকে ভিটামিন বি৬ যা রক্তে লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ বজায় রাখে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

রসুন যেভাবে খুশি খেতে পারেন। এতে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ যেমন কমবে সেই সঙ্গে কমবে হৃদরোগের ঝুঁকিও। রসুনের মধ্যেকার লো- ডেনসিটি লিপোপ্রোটিনই এর জন্য দায়ী। রসুন থেঁতো করে গরম তেলে কালোজিরে আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে ভেজে গরম ভাতের সঙ্গে খেতে পারেন। এতে যেমন উপকার পাওয়া যায় তেমনই রসুন থেঁতো করে তা এক চামচ লেবুর রসের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও কিন্তু অনেক কাজ হয়।

চরপরিচিত উপাদান দিয়ে হেয়ার মাস্ক মাখুন

শীত চলে গেলেও চুলের অবস্থা যে খুব ভাল, তা নয়। চুলে চিরুনি দিলেই টের পাওয়া যায় রুক্ষতা। শীতকাল চুলের যে ক্ষতি করে দিয়ে যায়, সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করতে অনেকটা সময় লেগে যায়। তবে, এমন নয় যে, ঝলমলে মসৃণ চুল ফিরে পাওয়া যায় না। এক সময় মা-ঠাকুমারা চুলে নিয়ম করে নারকেল তেল লাগাতেন।

এই চিরপরিচিত নারকেল তেলই আপনার চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখতে পারে। কিন্তু ব্যস্ত জীবনে রোজ নিয়ম করে চুলে তেল মালিশ করা যায় না। তবে, সপ্তাহে একদিন যদি নিজের জন্য সময় বের করেন, তাহলে নারকেল তেলের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন। নারকেল তেল চুল পড়া কমায়, খুশকির সমস্যা দূর করে, চুলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে, চুলের রুক্ষ ও শুষ্কভাবকে দূর করে। রোজ নিয়ম করে নারকেল তেল মাখলে অবশ্যই উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁদের হাতে সময় থাকে না, তাঁরা নারকেল তেল দিয়ে হেয়ার মাস্ক বানিয়ে নিন। সপ্তাহে একদিন করে নারকেল তেলের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করলেই, আপনি ঝলমলে ও মসৃণ চুল পেয়ে যাবেন। নারকেল তেল আর মধু ১ চামচ নারকেল তেল ও ১ চামচ মধু নিন। দুটো উপকরণকে একসঙ্গে মিশিয়ে নিন এবং কম আঁচে রেখে অল্প গরম করে নিন। উপকরণগুলো একে-অপরের সঙ্গে মিশে গেলে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিশ্রণটা একটু ঠান্ডা করে নিন। এবার চুলটা হালকা ভিজিয়ে নিন। চুলে জল স্প্রে করে নিতে পারেন। এরপর চুলে নারকেল তেল ও মধুর হেয়ার মাস্কটা লাগিয়ে রাখুন ৪০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করে নিন।

নারকেল তেল আর ডিম

২ চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১টা ডিম মিশিয়ে নিন। এবার চুলে জল স্প্রে করে হালকা ভিজিয়ে নিন। এবার চুলে নারকেল তেল আর ডিমের হেয়ার মাস্ক মেখে নিন। ১৫-২০ মিনিট রাখুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে একবার করে আপনি এই হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। হেয়ার মাস্ক ব্যবহারের সময় যা কিছু মাথায় রাখবেন ১) হেয়ার মাস্ক চুলের আগা থেকে ডগা পর্যন্ত ভাল করে লাগাবেন। তবেই কাজ হবে। ২) হেয়ার মাস্ক ব্যবহারের আগে চুল ভিজিয়ে নিন। স্প্রে বোতলে জল নিয়ে চুল ভিজিয়ে নিন। ৩) হেয়ার মাস্ক লাগানো পর ৩০-৪০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন।

ঝলমলে চেহারা ফিরে আসবে ওটসের গুণেই

পেটও ভর্তি হবে, আর শরীরে ক্যালোরিও যাবে অনেক কম, এমন খাবারের খোঁজ করলে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে ওটস। এর মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খুব কমই রয়েছে। ওজন কমানোর জন্য সবার আগে ওটস খাওয়ারই পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তাই, স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিদের ব্রেকফাস্টের মেনুতে আর কিছু না থাকুক, ওটমিল থাকবেই!

এতে রয়েছে নানা পুষ্টিকর উপাদান। ফাইবার, খনিজ এবং ভিটামিনের মতো পুষ্টিতে ভরপুর ওটস। কিন্তু ত্বকের পরিচর্যায় ওটস কতটা উপকারী তা জানেন কি?

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ওটমিল খুবই ভালো। কারণ ওটস ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়, দাগছোপ দূর করে এবং ত্বক পরিষ্কার রাখে। জেনে নিন, ত্বকের কোন কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে ওটস -

ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে

ওটস ত্বককে এক্সফোলিয়েট করতে দারুণ কার্যকর। এতে রয়েছে স্যাপোনিন, যা ত্বককে আলতোভাবে এক্সফোলিয়েট করে, ত্বকের মৃত কোষ দূর করে ত্বককে মসৃণ করে তোলে।

ত্বকের চুলকানি কমায়

ত্বকের নানা সমস্যা দূর করে ওটস। ওটমিলে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ, যা ত্বকের চুলকানি, শুষ্কভাব এবং জ্বালাভাব কমায়।

ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে

ওটমিল ত্বকের শুষ্ক-রুক্ষভাব দূর করে এবং ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে তোলে। ত্বককে হাইড্রেট এবং উজ্জ্বলও রাখে। তাছাড়া, ওটমিল প্রোটিন এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, যা ত্বকের জন্য খুব উপকারি।

ব্রণ কমায়

ত্বকে তেল, ময়লা জমে থাকলে ব্রণ হওয়ার আশঙ্কা বাড়ে। ব্রণ-প্রবণ ত্বকের জন্যও দারুণ কাজ করে ওটস। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেলকে শুষে নেয় এবং ব্রণ নিরাময় করে। এছাড়াও, ওটসে রয়েছে জিঙ্ক, যা ব্রণ-সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে। ত্বকের গভীরে গিয়ে পরিষ্কার করে ওটসে রয়েছে স্যাপোনিনস, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক ক্লিনজার। এই উপাদানের গুণেই ত্বকের সব ময়লা সাফ হয়। ত্বকের মৃত কোষ এক্সফোলিয়েট করে, বয়সের দাগছোপ ও ব্রণের দাগ দূর করে, ব্ল্যাকহেডস দূর করে এবং ত্বকের অতিরিক্ত তেল শোষণ করে ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে।

ওটমিল ফেস মাস্ক

দুই কাপ ওটস গুঁড়ো করে, তার সঙ্গে এক কাপ দুধ এবং এক টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে নিন ভালো করে। এই পেস্টটি মুখে লাগিয়ে ১৫ মিনিট রেখে দিন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ৩-৪ বার এই ফেস মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন। ওটস ও টমেটো সসপ্যানে কয়েক চামচ ওটস নিন। তার মধ্যে পরিমাণমতো জল দিয়ে ফোটাতে থাকুন। ওট সেদ্ধ হয়ে এলে তাতে টম্যোটো কুচি দিয়ে ফোটান। একটি থকথকে মিশ্রণ তৈরি হলে আঁচ নিভিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এই মিশ্রণটি পুরো মুখে মাখুন। মিনিট কুড়ি রেখে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

হঠাৎ বুকে ব্যথা উঠলে যা করতে পারেন

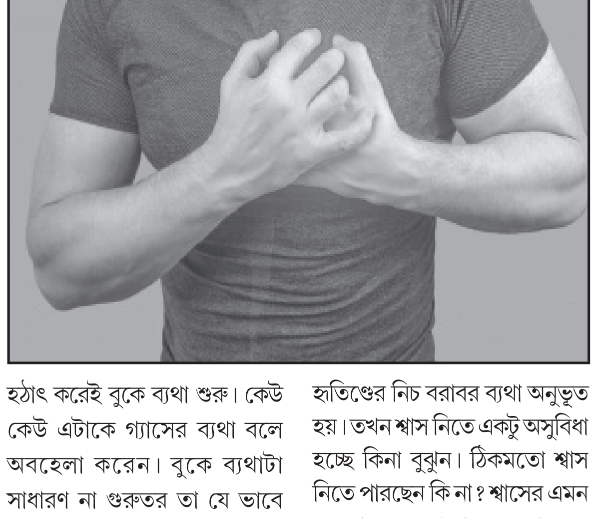

হঠাৎ করেই বুকে ব্যথা শুরু। কেউ কেউ এটাকে গ্যাসের ব্যথা বলে অবহেলা করেন। বুকে ব্যথাটা সাধারণ না গুরুতর তা যে ভাবে বুঝবেন। প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে বুকে কি চাপ চাপ ব্যথা হচ্ছে? বুকের এক পাশ বা গোটা বুক জুড়েই ব্যথা হচ্ছে? এই ব্যথা হলে হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে। ব্যথাটি অনেক সময় বাম হাত, গলা ও চোয়ালের নিচেও হয়। এই ব্যথাকে সাধারণ গ্যাসের ব্যথা ভেবে এড়িয়ে গেলে ভুল করবেন। বিশেষজ্ঞদের কথায়, হৃদরোগের ব্যথা অনেক সময় পেটের উপরের দিকে হয়। সাধারণত বাম দিকে হৃতিণ্ডের নিচ বরাবর ব্যথা অনুভূত হয়। তখন শ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিনা বুঝুন। ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছেন কি না? শ্বাসের এমন সমস্যাও হৃদরোগের সমস্যা হতে পারে। ঘাম হচ্ছে, বুক ধড়ফড় করছে? হৃদরোগের অন্যতম বড় লক্ষণ হল এই দুটি। এই লক্ষণগুলিকে গরম লাগা বা গ্যাসের চাপ চাপ ব্যথা ভেবে ভুল করবেন না। চিকিৎসকরা বলছেন, উপরের যেকোন লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। লক্ষণগুলি অবহেলা করে বাড়ি বসে থাকলে বিপদ বাড়বে। তাই নিজেই ডাক্তার না সেজে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা শুরু করুন।

প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে লাথি, পুলিশ ও বিজেপি কার্যকর্তাকে মারধর, জেল হাজতে পাথারকান্দির প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য রাজু

পাথারকান্দি (অসম), ১০ জুন (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবিতে লাথি এবং পুলিশ কর্মী ও বিজেপি কার্যকর্তাকে মারধরের অভিযোগে পাথারকান্দির প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য রাজু রাজকুমারকে আজ সোমবার জেল হাজতে পাঠিয়েছেন করিমগঞ্জের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট।
রবিবার পাথারকান্দিতে ছিল বিজেপির বিজয়ী প্রার্থী কৃপানাথ মালার বিজয় মিছিল। বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে এদিন দুপুরে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে চলছিল আয়োজনের ব্যস্ততা। রবীন্দ্র ভবনের বাইরে সাউন্ড সিস্টেমের গাড়ির পাশে আচমকা এসে হাজির হন পাথারকান্দির প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য রাজু রাজকুমার। তিনি এসে নাকি বিনাপ্ররোচনায় প্রথমে আব্দুল রহিম নামের যুব মোর্চার এক কার্যকর্তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। ঝগড়া একসময় হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এতক্ষণ মোটামুটি ঠিক ছিল। কিন্তু এক সময় উত্তেজিত রাজু গাড়িতে সাঁটা প্রধানমন্ত্রীর কাটআউটে লাথি মেরে বসেন। ঘটনার পর বিজেপির যুবমোর্চার কার্যকর্তারা রাজুর দিকে তেড়ে যান। তখন বেগতিক দেখে পালিয়ে গা ঢাকা দেন রাজু রাজকুমার। এর পর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাথারকান্দি থানায় রাজু রাজকুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেন পাথারকান্দি বিজেপির ব্লক মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহা।
এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ এক মামলা রুজু করে এদিন বিকালের দিকে গোপন এক স্থান থেকে রাজুকে গ্রেফতার করে। তবে পুলিশ যখন তাকে ধরতে যায়, তখন রাজু নাকি পুলিশের এএসআই জনৈক ফরিজ উদ্দিন লস্করের সাথে ধস্তাধস্তি ও অশালীন আচরণ করেছেন।
এ ঘটনায় থানায় পৃথক পৃথক লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশের এএসআই ফরিজ উদ্দিন লস্কর এবং বিজেপির যুবমোর্চার কার্যকর্তা আব্দুল রহিমও। মোট তিনটি অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করা হয় অভিযুক্ত রাজুর বিরুদ্ধে। রাতভর থানায় আটকে রেখে আজ সোমবার দুপুরে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বিশাল ছেত্রী রাজু রাজকুমারকে করিমগঞ্জে মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করে। শুনানি শেষে আদালতের মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে রাজুকে পাঠানো হয় জেল হাজতে।

কনভয়ে হামলাকে 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত' বলে তীব্র নিন্দা মুখ্যমন্ত্রী বীরেনের, কড়া পদক্ষেপের ঘোষণা

ইমফল, ১০ জুন (হি.স.) : অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ে হামলার ঘটনাকে 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত' বলে তীব্র নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। আজ দিল্লি থেকে ফিরেই দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না সরকার।
মণিপুরের জিরিবাম জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ক্রমবর্ধিত হিংসাজর্জর এলাকার পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতে আগামীকাল মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিঙের সংশ্লিষ্ট জেলায় যাওয়ার সূচি নির্ধারিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তাজনিত বিষয় খতিয়ে দেখতে আজ সোমবার ইমফল থেকে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর কনভয় যাচ্ছিল।
কিন্তু জিরিবাম রোডের কোটলেনের কাছে টি লাইজাং-এর কাছে সন্দেহভাজন কুকি সশস্ত্র জঙ্গিরা অতর্কিত হামলা চালায় অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ের ওপর। এতে একজন নিরাপত্তা কর্মী জখম হয়েছেন। তাঁকে ইমফলে অবস্থিত 'শিজা হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ এনে ভরতি করা হয়েছে।
আজ দিল্লি থেকে ইমফল পৌঁছেই মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গি হামলায় আহত নিরাপত্তা কর্মীর খোঁজ নিতে শিজা হাসপাতালে যান। সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, ঘটনাটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক, কাপুরুষোচিত ও অত্যন্ত নিন্দনীয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি এ ঘটনার কঠোর নিন্দা করছি। রাজ্যবাসী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর যে সব হামলা হচ্ছে, সেগুলি কেবল আমার নেতৃত্বের ওপর নয়, বরং মণিপুরের জনগণের ওপর সরাসরি হামলার নামান্তর। তাই রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না, কিছু একটা করতে হবে।' তিনি বলেন, হিংসা ছড়ানোর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিতে সংশ্লিষ্টদের ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলেন, 'জরুরি ভিত্তিতে আমার সমস্ত সহকর্মীদের সাথে কথা বলব। একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একটি কৌশলী প্রক্রিয়া তৈরি করতে তাঁর মন্ত্রিসভার সাথে বৈঠক করবেন।

রিয়েসি সন্ত্রাসী হামলায় ব্যথিত মনোজ সিনহা, আর্থিক সহায়তা ঘোষণা উপ-রাজ্যপালের

জম্মু, ১০ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়েসিতে তীর্থযাত্রীদের বাসে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের মৃত্যুতে ব্যথিত তিনি। সোমবার জম্মুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আহতদের সঙ্গে দেখা করেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা তাঁদের মুখ থেকে শোনেন তিনি। উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা বলেছেন, 'বাসের চালকের ওপর সন্ত্রাসীরা হামলা চালালে বাসটি খাদে পড়ে যায়। ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং প্রায় ৩৭ জন আহত হয়েছেন। গতকাল উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। পুলিশ, সিআরপিএফ ও সেনা অভিযান শুরু করেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। আহতদের বাঁচানোই আমাদের অগ্রাধিকার। আমরা মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শপথের পরের দিনই মন্ত্রিত্বে ইস্তফার ইঙ্গিত সুরেশ গোপীর

ত্রিশূর, ১০ জুন (হি. স.): কেরল বিজেপির একমাত্র এবং প্রথম সাংসদ সুরেশ গোপী রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মোদী মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবে এখন গোপীর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সাংবাদিকদের তিনি নিজেই মন্ত্রিত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি মন্ত্রিত্ব চাইনি। আশা করি দলের নেতাকর্মীরা আমাকে এই পদ থেকে মুক্তি দেবেন।
মন্ত্রী পদ ছাড়ার কারণও জানিয়েছেন সুরেশ গোপী। তিনি জানিয়েছেন, অনেক ছবিতেই ইতিমধ্যেই চুক্তি করেছি। সেগুলিতেও আমি দায়বদ্ধ। এছাড়াও আমি ত্রিশূর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবেই কাজ করতে চাই। উল্লেখ্য, সুরেশ গোপী কেরলে প্রথম নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ। কেরলে এটাই বিজেপির প্রথম জয়। সুরেশ গোপী ত্রিশূর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ জয়শঙ্করের, রনিলের সঙ্গেও মতবিনিময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। সোমবার দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স বার্তায় এস জয়শঙ্কর লিখেছেন, 'বাংলাদেশের

রিয়াসির জঙ্গলে আগুন, পুড়ছে গাছপালা

রিয়াসি, ১০ জুন (হি. স.) : রেলস্টেশনের পাশের পাহাড়ে আবারও আগুন লাগিয়েছে দুস্কৃতীরা। আগুন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই বন জঙ্গল পুড়তে শুরু করে।
তবে অধিদফতর দাবি করছে, যারা এই ধরনের আচরণ করছে তাদের আমরা শনাক্ত করছি। জেলা উন্নয়ন কমিশনার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে বা যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। কঠোর হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও দুস্কৃতীরা থামছে না এবং লাগাতার অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে।
এই অগ্নিকাণ্ডে শত শত বন্য প্রাণী প্রাণ হারাচ্ছে, একই সঙ্গে পরিবেশ দূষিত হয়ে বিপদ বাড়ছে।

বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজছে মুম্বই, মহারাষ্ট্রের ৬টি জেলায় বর্ষণের কমলা সতর্কতা

মুম্বই, ১০ জুন (হি.স.) : বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে বর্ষা ঢুকে পড়েছে, শুরুও হয়েছে বৃষ্টি। এই পরিস্থিতি মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের ৬টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দফতর। মুম্বই ছাড়া বাকি স্থানগুলি হল থানে, রত্নাগিরি, সিন্ধুদুর্গ, লাতুর ও নান্দেদ। ইতিমধ্যেই বৃষ্টি শুরুও হয়ে গিয়েছে মুম্বইয়ে। সোমবার মুম্বইয়ে ৬৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
মুম্বই আইএমডি-র অধিকর্তা সুনীল কাম্বলে বলেছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টা মুম্বই, থানে, রত্নাগিরি, সিন্ধুদুর্গ, লাতুর এবং নান্দেদে ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রবিবারই মুম্বইয়ে ঢুকে পড়েছে বর্ষা। সময়ের আগেই এবার বর্ষা ঢুকে পড়েছে বাণিজ্যনগরীতে। ভারী বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের কিছু জায়গায় জলও জমে গিয়েছে।

মোদীকে অভিন্দন জানালেন ফারুক, দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন কামনা

শ্রীনগর, ১০ জুন (হি.স.) : তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবারই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভারও গ্রহণ করেছেন তিনি। মোদী প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লাহ। পাশাপাশি দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তিনি।
ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আশা করছি, তিনি (মোদী) এই দেশের জনগণের শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং নির্বাচনী বাকবিতণ্ডা ভুলে গিয়েছেন। দেশের মধ্যে যে বিদ্বেষ তৈরি হয়েছে, তা তাঁকে মেরামত করতে হবে। সন্ত্রাসের মৃত্যু হয়নি। সন্ত্রাস এখনও আছে... আমি আশা করি অমরনাথ যাত্রার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হবে এবং এই ধরনের কোনও ঘটনা যেন আর না ঘটে। আমি রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে অনুরোধ করব যাতে যাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।'

মুম্বই থেকে বাজেয়াপ্ত সাড়ে ৪ হাজারের বেশি চোরাই ল্যাপটপ, দেড় হাজার সিপিইউ

মুম্বই, ১০ জুন (হি. স.): মুম্বই থেকে বাজেয়াপ্ত ৪৬০০টি পুরনো ল্যাপটপ এবং ১৫৪৬টি সিপিইউ। জওহরলাল নেহরু কাস্টম হাউসের বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ তল্লাশি চালিয়ে এই জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে, এগুলির বাজার মূল্য আনুমানিক ৪.১১ কোটি টাকা। আরবে এই ল্যাপটপগুলি পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল বলে খবর। এই ঘটনায় হংকং-এর কিছু সরবরাহকারীর যোগ রয়েছে বলে খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে ৮০ ডলার এবং ডব্লুটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৬ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সোমবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি।
আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ০.২৬ ডলার বা ০.৩৩ শতাংশ বেড়ে ৭৯.৮৮ ডলারে রয়েছে,। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ব্যারেল প্রতি ০.২৪ ডলার বা ০.৩২ শতাংশ বেড়েছে ৭৫.৭৭ ডলারে লেনদেন করছে,। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিলেন মোদী, শুরুতেই অন্নদাতাদের দিলেন বড় উপহার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন মোদী। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ঢোকার সময় সবাইকে নমস্কার করতে করতে নিজ দফতরে ঢোকেন মোদী। প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়েই দেশের অন্নদাতাদের বড় উপহার দিলেন তিনি।

মন্ত্রিত্বে ইস্তফা নয়, জানালেন সুরেশ গোপী

ত্রিশূর, ১০ জুন (হি. স.): মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার কোনও ইচ্ছা বা সম্ভাবনাই নেই, সাফ জানালেন সাংসদ সুরেশ গোপী। তিনি বলেন, কয়েকটি সংবাদমাধ্যম ভুল খবর ছড়াচ্ছে যে আমি মন্ত্রিত্ব ছাড়তে চাইছি, এটা ভুল। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানান, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা কেরলের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
উল্লেখ্য, কেরল বিজেপির একমাত্র এবং প্রথম সাংসদ সুরেশ গোপী রবিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তিনি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে মোদী মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তবে সোমবার সকাল থেকেই গোপীর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেওয়া নিয়ে শুরু হয় জোর চর্চা। শোনা যায়, স্থানীয় সাংবাদিকদের তিনি নিজেই মন্ত্রিত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দেন।
প্রসঙ্গত, সুরেশ গোপী কেরলে প্রথম নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ। কেরলে এটাই বিজেপির প্রথম জয়। সুরেশ গোপী ত্রিশূর লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

মোদীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ হাসিনার

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি. স.): সোমবার দুপুরে দিল্লি থেকে ঢাকা রওনা দেবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশে ফেরার আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বাংলাদেশ সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। রবিবার শপথ গ্রহণের পরই শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও একান্ত বৈঠকে বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের হাসিনার তরফে এই আমন্ত্রণের কথা জানান। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরপর তিনবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ করেন। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ দু'দেশের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে বলেই আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

মোদীর মন্ত্রিসভায় স্থান শাহ; রাজনাথ ও গড়কড়ির, সাক্ষাৎ করে শুভেচ্ছা যোগীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয় মন্ত্রিসভাতেও স্থান পেয়েছেন অমিত শাহ, রাজনাথ সিং ও নীতিন গড়কড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী পদে মোদীর শপথ গ্রহণের পরই মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন রাজনাথ সিং, অমিত শাহ ও নীতিন গড়করি। মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরবর্তী দিন, সোমবার সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।
সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং ও নীতিন গড়কড়ির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন যোগী আদিত্যনাথ। সকলকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী।

শপথের পরে সোমবারই মন্ত্রিসভার বৈঠক মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি. স.): রবিবারই প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি মোদী সরকারের মন্ত্রিসভার ৭২ জন সদস্য এদিন শপথবাক্য পাঠ করেছেন। তৃতীয়বার সরকার গঠন করেই সোমবার ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী।
রাজধানীর ৭ নম্বর লোককল্যাণ মার্গে মোদীর বাসভবনে আয়োজন করা হয় এই বৈঠকের। কাকে কোন দফতর দেওয়া হবে সেই মন্ত্রক বণ্টন সংক্রান্ত আলোচনার সম্ভাবনা এদিনের মোদী—মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে।

রহস্যমৃত্যু অভিনেত্রী নূর মালবিকা দাসের

মুম্বই, ১০ জুন (হি. স.): ৩৭ বছর বয়সে জীবনাবসান রুপোলি পর্দার অভিনেত্রীর। গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন অভিনেত্রী নূর মালবিকা দাস। এমনটাই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। পুলিশ এসে উদ্ধার করে তার দেহ। এখনও পর্যন্ত এনিয়ে প্রতিক্রিয়া মেলেনি পরিবারের।
ফের আত্মহত্যার ঘটনা শহর মুম্বইতে। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ের আন্ধেরির ওশিওয়ারা এলাকায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নিজের ফ্ল্যাটে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন রূপালি পর্দার অভিনেত্রী নূর মালবিকা দাস। তার বাড়ি থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে ফ্যাটের দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে অভিনেত্রীর দেহ। গলায় দড়ি দিয়েই আত্মহত্যা করেছেন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। সোমবার সকালে মুম্বই পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুম্বই পুলিশ।

কৃষকদের পাশে থাকতে হরিয়ানায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

চণ্ডীগড়, ১০ জুন (হি. স.) : হরিয়ানায় কৃষকদের পাশে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার হরিয়ানার খানাউরি সীমান্তে যায় তৃণমূলের পাঁচ সদস্যদের প্রতিনিধি দল। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য-সহ একাধিক দাবিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনে মূলত পাঞ্জাব-হরিয়ানার কৃষকরা যোগ দিলেও উত্তর প্রদেশের কৃষকদের একাংশেরও সমর্থন রয়েছে।
সোমবার হরিয়ানায় আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সদস্য ডেরেক ও ব্রায়েন, মহম্মদ নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ ও সাকেত গোখলে। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জানান, তাঁদের ন্যায্য দাবি আদায়ে লড়াই করবে তৃণমূলও।

দক্ষিণ সিকিমে প্রবল বৃষ্টি, ধসে কমপক্ষে মৃত ৩

গ্যাংটক, ১০ জুন (হি. স.): মাসের শুরু থেকে টানা বৃষ্টি। আর বৃষ্টির জেরেই বিপর্যস্ত দক্ষিণ সিকিম। ধসে আটকে বহু পর্যটক, মৃত একাধিকজন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রশাসনিক কর্মীদের পাশাপাশি উদ্ধারকার্যে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়রা। দুর্গতদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।
একে বৃষ্টি তার উপর দোসর ধস। টানা কিছুদিনের বৃষ্টিতে ব্যাহত দক্ষিণ সিকিমের জনজীবন। গ্রামবাসীরা জানান, কিছুদিন ধরে রাতভর বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির জেরে কার্যত গৃহবন্দি তারা। সোমবার ভোররাতে আচমকাই বিকট এক শব্দে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামের সকলের।
বাইরে আসতেই চোখে পরে পাহাড়ের উপর থেকে বড় বড় পাথর নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। পাথরের আঘাতে ভেঙে পড়ে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ভগ্নস্তূপের নীচে আটকে পরে অনেকেই। প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছাতেই উদ্ধার কার্যে এগিয়ে আসে তারা। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মীদের সাথে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন গ্রামের সাধারণ মানুষও।
যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধার কাজ। ধসের কারণে ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি বাড়ি। আহতদের সকলকেই নিয়ে যাওয়া হয় নামচি হাসপাতালে। এখনও পর্যন্ত ধসের কারণে আটকে বহু পর্যটক। ঘটনায় মৃত এক মহিলা সহ ৩।

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সাই

রায়পুর, ১০ জুন (হি.স.) : টানা তৃতীয়বারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই ছত্তিশগড়ের তিন কোটি মানুষের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
তার অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দক্ষ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এনডিএ-র তৃতীয় মেয়াদ বিকশিত ভারতের মহান সংকল্প অর্জনকে চিহ্নিত করবে। এছাড়াও, আগামী সময় ভারতের নতুন প্রাপ্তি অর্জনের সাক্ষী হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সাথে ছত্তিশগড়ের উন্নয়ন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।
মুখ্যমন্ত্রী সাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যকে অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের সাংসদ তোখন সাহুকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করায় আনন্দ প্রকাশ করে সাহুকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।
ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও এবং বিজয় শর্মা, সাংসদ ব্রিজমোহন আগরওয়াল, কৃষিমন্ত্রী রামবিচার নেতাম, খাদ্যমন্ত্রী দয়ালদাস বাঘেল, বনমন্ত্রী কেদার কাশ্যপ, শিল্পমন্ত্রী লাখনলাল দেওয়ানগান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্যাম বিহারী জয়সওয়াল, অর্থমন্ত্রী ওপি চৌধুরী, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী। লক্ষ্মী রাজওয়াদে, রাজস্ব মন্ত্রী তঙ্করাম ভার্মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বিলাসপুরের সাংসদ টোখান সাহুকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন, যিনি ছত্তিশগড় থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত।

মণিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ে জঙ্গি হামলা, আহত এক নিরাপত্তা কর্মী

ইমফল, ১০ জুন (হি.স.) : হিংসাজর্জর জিরিবাম যাওয়ার পথে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের অ্যাডভান্স সিকিউরিটি কনভয়ে গুলি হামলা করেছে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গি দল। এ ঘটনায় এক নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন। তাঁকে ইমফল নিয়ে আসা হয়েছে, ভরতি করা হয়েছে হাসপাতালে।
ঘটনা আজ সোমবার সকাল প্রায় ১০:৩০টা নাগাদ কাংপোকপি জেলার অন্তর্গত জিরিবামগামী ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল জিরিবাম জেলার হিংসাজর্জর এলাকায় যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর।
মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের আগে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপত্তাজনিত বিষয় খতিয়ে দেখতে আজ ইমফল থেকে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর কনভয় যাচ্ছিল। তখন জিরিবাম রোডের কোটলেনের কাছে টি লাইজাং-এর কাছে সন্দেহভাজন কুকি সশস্ত্র জঙ্গিরা অতর্কিত হামলা চালায় কনভয়ের ওপর।
অতর্কিত হামলার জবাব গুলিতে দিচ্ছিলেন কনভয়ের নিরাপত্তা কর্মীরাও। কিন্তু জঙ্গিদের এলোপাতাড়ি গুলিতে জনৈক নিরাপত্তা কর্মী আহত হয়েছেন, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।
সূত্রটি জানিয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে ইমফল থেকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ কমান্ডো এবং আসাম রাইফেলসের সমন্বয়ে একটি যৌথ দল ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে যৌথ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে জঙ্গিদের পাকড়াও করতে তীব্র অভিযান চালিয়েছে।
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং এখনও দিল্লি থেকে ইমফল আসেননি। আজই তাঁর ইমফল পৌঁছার কথা। আগামীকাল জিরিবাম জেলার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে যাওয়ার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু আজ সংগঠিত অ্যামবুশের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর জিরিবাম পরিদর্শনের দিনক্ষণ বদল হবে কিনা এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি।

জগন্নাথের আশীর্বাদ নিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, বললেন ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে বিকশিত করাই লক্ষ্য

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): আবারও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বিজেপি নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পরবর্তী দিন, সোমবার সকালে মহাপ্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিন সকালে দিল্লির একটি জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করেছেন তিনি।
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, 'আমি এখানে মহাপ্রভু জগন্নাথের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিতে এসেছি। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আমার প্রতি আস্থা দেখানোর জন্য এবং আমাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। দেশের দায়িত্ব আবারও প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে। ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা আজ থেকে কাজ শুরু করব।'

বাম - কংগ্রেস - আইপিএফটি

● প্রথম পাতার পর

সঠিক তদন্ত করতে হবে বলে দাবি জানান তিনি।এদিকে, এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত ১১০টি পদে চাকরি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস কান্ডে সিবিআই তদন্ত করা হোক।আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই দাবি জানিয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস। পাশাপাশি এডিসি প্রশাসন পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের পদত্যাগ দাবি করেন তারা।

এদিন তারা জানিয়েছেন, এডিসির অন্তর্গত সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার এবং ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার পদে ১১০টি শূন্য পদ পুরণ করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রায় ২৬ হাজার ছাত্র ছাত্রীদের আবেদন জমা পড়েছিল। রাজ্যের ৭১ টি স্থানে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা নেওয়ার ২৪ ঘন্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে পূর্ব থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

এদিন তিনি আরও বলেন, পুলিশ প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্ডে চয়ন সাহা নামে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তাঁর এডভাইজার চৌমুহনীতে জেরক্সের দোকান আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এরকম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানোর জনঢ় এডিসি প্রসাশনের কাছে নিজস্ব কেনো জেরক্স নেই কেন। এডিসি নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরীক্ষার পরিস্থিতি সামাল দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ প্রসাশন। এদিন তিনি তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। তিনি প্রশ্নপত্র ফাঁসকান্তে ব্যর্থতার জন্য প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

অন্যদিকে, নিট পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ফলাফলের নানা অনিয়মের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে এবিভিপি। সারা দেশে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদের আজ আগরতলায় ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবিভিপি।অর্থের বিনিময়ে নিট (ইউ জি) ২০২৪ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে। আজ এ বি ভি পি তরফ থেকে এমনটাই অভিযোগ তুলে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ছাত্র ছাত্রীরা। তাই সংগঠনের তরফ থেকে, সিবিআই তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। সারা দেশেই এধরণের বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্র সংগঠনের ত্রিপুরা প্রদেশের স্টেট মিডিয়া কনভেনার পৃথ্বীরাজ দাস।

এদিন পৃথ্বীরাজ বলেন, নিটের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর দেখা গেছে নানা অনিয়ম হয়েছে। প্রথম স্থানে নজিরবিহীনভাবে ৬৭ জন জায়গা করে নিয়েছে। যা নিটের ফলাফলে খুবই সন্দেহজনক ঘটনা। তাতে, অনেকেরই র‍্যাঙ্ক পিছিয়ে গেছে। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সি দেশের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই, দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিতে হবে। এবিভিপি এই সমস্ত ঘটনায় সিবিআই তদন্তের জোরালো দাবি জানাচ্ছে।অপরদিকে, সাম্প্রতিক টিটিএ-এডিসি কতৃপক্ষ দ্বারা গঠিত চাকুরী কেলেঙ্কারির ঘটনায় এবারে সরব হলো আইপিএফটি। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবি করেছে দল। চলতি মাসের মধ্যে কোনো পদক্ষেপ না নিলে আইপিএফটি - এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহৎ আন্দোলনে পথে নামবে বলে হুশিয়ারি দিয়েছেন।টিটিএ-এডিসি-র গঠনের ইতিহাসে এই কেলেঙ্কারী এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ কেলেঙ্কারী ঘটনা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে বলে জানান আইপিএফটি নেতৃত্বরা। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আইপিএফটি দল বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন।দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যে প্রশ্নপত্র তৈরী করেছে তা টেন্ডার বা কোটেশনের মাধ্যমে ঐ ভেন্ডার বা এজেন্সীকে কাজ দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।আনসারশীট কোনো মতেই জেরক্স করার কথা নয়। কমপিউটার প্রিন্ট-ই যথেষ্ট। পরীক্ষার আগে আনসারশীট প্রিন্টের প্রশ্ন-ই উঠেনা। পরীক্ষার মূল্যায়নের সময়ে একমাত্র আনসারশীট দরকার পড়বে। আর এটা কেবলমাত্র যিনি পরীক্ষক শুধু তার-ই দরকার। তাহলে পরীক্ষার আগে কেন অথবা কিভাবে জেরক্স দোকানে চলে গেছে। বোর্ডকে এর জবাবদিহি করতে হবে।পরীক্ষার আগেই লক্ষ লক্ষ টাকা কেন্ডিডেট-র নিকট লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। যাদের কাছ থেকে অগ্রীম টাকা লেনদেন হয়েছে তাদেরকে পাশ করিয়ে দেওয়ার জন্য আনসারশীট সাপ্লাই হয়ে থাকতে পারে। এর মাধ্যমে অনেক লিডার অথবা টিটিএ-এডিসি কর্মচারী জড়িত থাকতে পারে। এর সুস্থ তদন্ত করতে হবে এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।২৬,২০০-র বেশী কেন্ডিডেট যারা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য খরচ করে আগরতলা বা পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে এসেছে, তাদের খরচাপত্র বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৃতিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: রাণীরবাজার পুরপরিষদ এলাকার বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীরা এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অনেকেই কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই ফলাফল এলাকাবাসীকে গর্বিত করেছে।

আজ রাণীরবাজার পুরপরিষদের উদ্যোগে গীতাঞ্জলি টাউনহলে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, রাণীরবাজার এলাকার শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র তুষার রুদ্রপাল ও শান্তনু শীল এবছর উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। তাছাড়াও পুর এলাকার অন্যান্য বিদ্যালয় থেকেও ছাত্রছাত্রীরা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ায় পর্যটনমন্ত্রী তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাদের সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা যেন আগামীদিনেও অক্ষুন্ন থাকে। তিনি বলেন, শুধু ভালো নম্বর পেলেই হবে না। সফল ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত মানুষ হিসেবেও বড় হতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুরু দাস, জিরানীয়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর, রাণীরবাজার পুরপরিষদের উপ কার্যনির্বাহী আধিকারিক শ্যামল দেববর্মা, সমাজসেবী পার্থসারথী সাহা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস। অনুষ্ঠানে রাণীরবাজার পুরপরিষদ এলাকার ৪টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ৩৩৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তারা প্রত্যেকেই এবছরের উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কৃতী ছাত্র তুষার রুদ্রপাল ও শান্তনু শীলের হাতে ৫ হাজার টাকার আর্থিক পুরস্কারের চেক তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে রাণীরবাজার পুরপরিষদ এলাকার ৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অফিস কমপ্লেক্স, অমরপুর মোটরস্ট্যান্ড, মোহনপুরের নিউ তারাপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বেরীমুড়া হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল প্রাঙ্গণ, সদর মহকুমার অধীন সেকেরকোট নিউ মার্কেট, সোনামুড়ার মেলাঘর জগন্নাথ বাড়ি, কাঠালিয়া বাজার কমিউনিটি হল, বক্সনগর কমিউনিটি হল, সোনামুড়া এগ্রি মার্কেট, ধনপুর নিউ মোটরস্ট্যান্ড ও বৈরাগীবাজার নাট মন্দির, বিশালগড়ের বিশালগড় খাদ্য গুদামের সন্নিকটে এনসি নগর প্যাক্স ও বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম, তেলিয়ামুড়া মহকুমার অধীন তেলিয়ামুড়া-এগ্রি রেগুলেটারি মার্কেট, খোয়াই মহকুমার অধীন অফিস টিলা সরকারী খাদ্যগুদাম।

সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ধানের গুণগত মান অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। যেমন শস্যে জলীয় বাষ্পের পরিমান সর্বোচ্চ ১৭, অনুপযুক্ত (নিম্ন মানের) শস্যের মিশ্রন- সবোর্চ ৬, তাছাড়া নষ্ট, অঙ্কুরিত, পোঁকা কাটা, ডিসকালার্ড শস্য ইত্যাদি সবোর্চ ৫, অপুষ্ট, চিটা ইত্যাদি- সবোর্চ ৩ এবং ফরেন মেটারসজৈব ও অজৈব সর্বোচ্চ ২। নির্ধারিত গুণগতমানসম্পন্ন ধানই বিক্রয় কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্যে ইচ্ছুক কৃষকবন্ধুদের অনুরোধ করা হবে। বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থাপিত ধান উপযুক্ত গুণমান সম্পন্ন হিসাবে বিবেচিত হলেই তা ক্রয় করা হবে। খাদ্যমন্ত্রী জানান, রবি মরশুমে কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা নিয়ে আজ মহকুমা শাসক, বিডিও, কৃষি দপ্তরের জেলা ও মহকুমা আধিকারিক এবং খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সাথে এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, ২০১৮ সালে রাজ্যে বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে খরিফ ও রবি মরসুমে বছরে দু'বার কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার কর্মসূচি শুরু করা হয়েছিল। ২০১৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৫২ মেট্রিকটন ধান কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৭২ কোটি টাকা। এরফলে উপকৃত হয়েছেন রাজ্যের ১ লক্ষ ৩০৯ জন কৃষক। মূলতঃ কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে তুলতেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ।

খাদ্যমন্ত্রী আরও জানান, খাদ্য শস্য পরিবহনের জন্য খাদ্য দপ্তর আরও ৫টি নতুন ট্রাক ক্রয় করেছে। তাতে প্রায় ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। আগামীকাল আগরতলার এডি নগরস্থিত সেন্ট্রাল স্টোরে এই ট্রাকগুলির আনুষ্ঠানিক ফ্ল্যাগ অফ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী ও দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষর করেন

● প্রথম পাতার পর

পুরোনোদের রেখে দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রায় ৯.৩ কোটি কৃষকের জন্য প্রায় ২০ হাজার কোটির প্রকল্পে অনুমোদন দিয়ে প্রথম ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। প্রসঙ্গত, সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি ভবনে মোদী সহ ৭২ জন মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন। বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও একনাথ শিন্ডের শিবসেনা, অজিত পাওয়ারের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি, চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টি, নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেড সহ অন্যদের সমর্থনে সরকার গঠন করেছে এনডিএ। শপথগ্রহণের ২৪ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই কাজ শুরু করে দিল মন্ত্রীসভা।

সোহমের আচরণ নিয়ে এবার সরব সতীর্থ দেব

কলকাতা, ১০ জুন (হি. স.) : তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে টেকনো সিটি থানায়। এই ঘটনায় পর শনিবার রাতে রেস্তরাঁর মালিক আনিসুল আলম ও ম্যানেজার দীপঙ্কর ঘোষ-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ দায়ের করেছেন তৃণমূল বিধায়ক সোহমও। সোহমের এমন আচরণ নিয়ে এবার মুখ খুললেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও অভিনেতা দেব। সংবাদমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়ায় দেব বলেন, ""''জনপ্রতিনিধি বলে নয়। কোনও মানুষেরই এমন করা উচিত নয়। এবং সোহমের মতো একজন বুদ্ধিমান বলেই ভাবতাম, সোহম আমার ভালো বন্ধু, কিন্তু বন্ধু বলে ওর যে সবটা ভালো, তা কিন্তু নয়। যেদিন এই ঘটনটার কথা শুনেছিলাম, সেদিনই সোহমকে ফোন করেছিলাম। ওকে নিজের মতো করে বলেছি। আজকেও সংবাদমাধ্যমের কাছে বলছি। যেটা হয়েছে, সেটা উচিত হয়নি।'দেব বলেন, ""''সোহমের ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমার মনে হয়, সাধারণ মানুষ যেমন নয়, তেমনি জনপ্রতিনিধিরাও নন। কারণ, জনপ্রতিনিধিদের সমাজের প্রতি আলাদা দায়িত্ব থাকে বলে আমার মনে হয়। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রাতে নিউটাউনের সাপুরজি আবাসন লাগোয়া একটি রেস্তরাঁয় ছাড়পত্র নিয়ে শুটিং করছিলেন টলি অভিনেতা সোহম। রেস্টুরেন্টের দু'তলায় হচ্ছিল শুটিং। তখন আচমকাই ঘটে ছন্দপতন। রেস্তরাঁ মালিকের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন অভিনতা। গত শনিবার সকালে রেস্টুরেন্টের একটি সিসি ক্যামেরার ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয়দের বক্তব্য, সেই ফুটেছে ধরা পড়েছে টলি অভিনতার বাস্তব 'দাদাগিরি'। ভাইরাল ফুটেছে দেখা যায়, রেস্তরাঁর ভিতরে একটি ভিড়ের মধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে সোহমের তীব্র বাকবিতণ্ডা চলছে। এরপর হঠাৎ ওই ব্যক্তির উপর চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি কিল, ঘুষি সহ মাটিতে ফেলে লাথি মারতে দেখা যায় অভিনেতাকে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে শুভেচ্ছা শেহবাজ শরিফের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১০ জুন (হি.স.): একটানা তৃতীয়বার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সন্ধ্যায় তৃতীয়বারের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদী শপথ নেওয়ার পর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শুভেচ্ছা-বার্তা পেয়েছেন তিনি। এবার পাকিস্তান থেকেও এল শুভেচ্ছা-বার্তা। সোমবার পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

সোমবার দুপুর ১২.৫৫ মিনিট নাগাদ মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ একটি পোস্ট করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। সেই এক্স-বার্তায় মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন শরিফ। এক্স-বার্তায় তিনি লেখেন, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন।'

ফের সময়সীমা বাড়ালো সুপ্রিম কোর্ট, ১০ আগস্টের মধ্যে খালি করতে হবে এএপি-র সদর কার্যালয়

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)-র জন্য ফের বড়সড় ধাক্কা। আরও একবার সময়সীমা বাড়ালেও, দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউতে আম আদমি পার্টির সদর দফতর খালি করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার শীর্ষ আদালতের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আগামী ১০ আগস্টের মধ্যেই খালি করতে ওই সদর কার্যালয়।

এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ১৫ জুনের মধ্যে রাউস অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থিত সদর কার্যালয় খালি করতে হবে আম আদমি পার্টিকে। আর সোমবার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ আগস্ট করেছে সর্বোচ্চ আদালত, ওই সময়ের মধ্যেই এএপি-কে খালি করে দিতে হবে তাঁদের সদর কার্যালয়। প্রসঙ্গত, দিল্লি হাইকোর্টের পরিকাঠামো সম্প্রসারণের জন্য ওই জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

খুন শিশু

● প্রথম পাতার পর

এসেছিল বলে জানা গেছে। ছেলে উৎপাত করায় প্রায়শই ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে মারধর করতো তার মা। সোমবারও ঘটে একই ঘটনা। সোমবার সন্ধ্যায় তাদের ঘর থেকে ছেলের চিৎকারের আওয়াজ শুনলে প্রতিবেশী মহিলা দেখতে পান ওই ছেলেকে মারধর করছে তার মা। তাকে বাধা দিতে এলে তিনি দরজা খোলেননি বলে জানিয়েছেন। পরবর্তীতে অপর এক প্রতিবেশী সুপ্রভাকে ডাকাডাকি করলে তিনি দরজা খুলেন। ওই প্রতিবেশী দেখতে পান ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে নয় বছরের রাজদীপ মৃত অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। রাজদীপের মা জানায় ছেলেকে মেরে ফেলেছে সে। রাজদীপের মায়ের বক্তব্য, রাজদীপ পড়াশোনা করতো না। চুরি সহ বিভিন্ন কাজে প্রায়শই জড়িয়ে থাকতো। যার ফলে তার মাকে হেনস্থা হতে হতো। বহুবার তাকে কাজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ছেলের জন্য। কোথায় ভাড়া বাড়িতে গেলে সেখানেও রাজদীপ চুরি করতো। যার ফলে বার বার বাড়ি বদল করতে হতো। তাই তিনি আর তাকে সহ্য করতে পারছিলেন না। ছেলে কোনো কথা শোনে না, সেজন্য নিজের হাতেই ছেলেকে মেরে ফেলেছে তার মা। জন্মদায়ী মায়ের এধরনের বক্তব্যে স্তম্ভিত গোটা রাজ্য।

মায়ের হাতে ছেলে খুন হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অবুঝ বয়সে দুষ্টামী করার শাস্তি হিসেবে নিজের মায়ের হাতেই খুন হতে হলো ৯ বছরের শিশুকে।

প্রত্যাশীদের

● প্রথম পাতার পর

করছে না। তাই বাধ্য হয়ে আজ জেআরবিটি বোর্ডের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

যাত্রাপথে বিফলতা এড়াতে পদক্ষেপ এনএফ রেলের, স্থাপিত হট অ্যাক্সেল বক্স

গুয়াহাটি, ১০ জুন (হি.স.) : যাত্রাপথে হট অ্যাক্সেল বিফলতার শনাক্তকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ যেখানে ট্রেনের রোলিং ইন এবং রোলিং আউট পরীক্ষা করা হয়, সেখানে কৌশলগতভাবে হট বক্স ডিটেক্টর (এইচবিডি) স্থাপন করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। সেন্সর ভিত্তিক এই এইচবিডি চলন্ত ট্রেনগুলিতে হট অ্যাক্সেলের ঘটনা চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য রেলওয়ে কর্মীদের সতর্ক করবে। কোচ এবং ওয়াগনগুলির চাকার অবিরত চলাচলের জন্য কখনও কখনও বল বিয়ারিং বিকল হয়ে পড়ে, যার ফলে অ্যাক্সেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একে হট অ্যাক্সেল বলা হয়। হট অ্যাক্সেলের ঘটনা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ওভারলোডিং, বিয়ারিঙের ত্রুটিযুক্ত অবস্থা এবং অন্যান্য সমস্যা।সেন্সর ভিত্তিক এইচবিডি-র দ্বারা পণ্যবাহী ট্রেনে ২০২০-২১ সালে সালেটি ঘটনা, ২০২১-২২ সালে নয়টি ঘটনা, ২০২২-২৩ সালে ১৪টি ঘটনা এবং ২০২৩-২৪ সালে একটি ঘটনা শনাক্ত করা হয়েছিল।

আজ সোমবার এক প্রেসবার্তায় এ খবর দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে ১৬টি হট বক্স ডিটেক্টর স্থাপন করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলির মধ্যে রয়েছে কামাখ্যায় দুটি, গুয়াহাটিতে চারটি, নিউ বঙাইগাঁওয়ে একটি, রাঙাপাড়া নর্থ-এ একটি, নিউ জলপাইগুড়িতে চারটি এবং কাটিহারে চারটি।বিবৃতিতে সব্যসাচী দে বলেন, যেহেতু রেলওয়ের সুরক্ষার ক্ষেত্রে হট অ্যাক্সেল একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়, তাই উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শপথের পরদিনই উঠলো শেয়ারবাজার

মুম্বই, ১০ জুন (হি. স.): ভোটের ফলপ্রকাশের দিন সকালে যে ধস নেমেছিল, সোমবার দিনের শুরুতেই সেই ক্ষতি একলাফে সামলে নিল শেয়ার বাজার। এদিন বাজার খুলতেই স্টক মার্কেট সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছে যায়। তৃতীয় মোদী সরকার রবিবার শপথ নেওয়ায় সেনসেক্স সোমবার সকালেই ৭৬,৭৩০ পয়েন্ট এবং নিফটি ২৩,৩২০ পয়েন্ট দিয়ে বাজার খোলে।এদিন সকালে বাজার খুলতেই এনএসই নিফটি ৫০ ছিল ৯১.৯০ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৩৯ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে বিএসই সেনসেক্স ছিল ২৩৩.১১ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৩০ শতাংশ বেশি।

বন্টিত মন্ত্রক

প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
নরেন্দ্র মোদী	এবং নিম্নলিখিত দফতর/মন্ত্রকের দায়িত্ব প্রাপ্ত: কর্মীবর্গ, জন-অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক; পরমাণু শক্তি দফতর ; মহাকাশ দফতর; সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়; এবং অন্য সব দফতর যেগুলো কোনো মন্ত্রীকে বরাদ্দ করা হয়নি।
	মন্ত্রিপরিষদ এর পূর্ণ মন্ত্রী
রাজনাথ সিং	প্রতিরক্ষামন্ত্রী।
অমিত শাহ	স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; এবং সমবায় মন্ত্রী।
নীতিন জয়রাম গড়করি	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী।
জগৎ প্রকাশ নাড্ডা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী; এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রী।
শিবরাজ সিং চৌহান	কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী; এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী।
নির্মলা সীতারমন	অর্থমন্ত্রী; এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী।
ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জয়শঙ্কর	পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রী।
মনোহর লাল	আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী; এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রী।
এইচ ডি কুমারস্বামী	ভারী শিল্প মন্ত্রী; এবং ইস্পাত মন্ত্রী।
পীযূষ গোয়েল	শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী।
ধর্মেন্দ্র প্রধান	শিক্ষামন্ত্রী
জিতন রাম মাঁঝি	অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রী।
রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং	পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রী; এবং মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী।
সর্বানন্দ সোনোয়াল	বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী।
ডাঃ বীরেন্দ্র কুমার	সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী।
কিঞ্জরাপু রামমোহন নাইডু	অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী।
প্রহ্লাদ যোশী	উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবন্টন মন্ত্রী; এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী:

জিতিন প্রসাদ	শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
শ্রীপদ ইয়েসো নায়েক	বিদ্যুত মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং নতুন ও পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
পঙ্কজ চৌধুরী	অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
কৃষন পাল	সমবায় মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
রামদাস আঠাওয়ালে	সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
রামনাথ ঠাকুর	কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
নিত্যানন্দ রাই	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
অনুপ্রিয়া প্যাটেল	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং রাসায়নিক ও সার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
ভি. সোমান্না	জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং রেলওয়ে মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
ডাঃ চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি	গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং যোগাযোগ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
অধ্যাপক এস.পি. সিং বাঘেল	মৎস্য, প্রাণীপালন ও ডেয়ারি বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
শোভা করন্দলাজে	ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
কীর্তিবর্ধন সিং	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
বি.এল. ভার্মা	উপভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও জন-সংভরণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
শান্তনু ঠাকুর	বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
সুরেশ গোপী	পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং পর্যটন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
ড. এল. মুরুগান	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং সংসদীয় বিষয় মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
অজয় তামতা	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
বান্দি সঞ্জয় কুমার	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
কমলেশ পাসওয়ান	গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
ভাগীরথ চৌধুরী	কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
সতীশ চন্দ্র দুবে	কয়লা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং খনি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
সঞ্জয় শেঠ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
রবনীত সিং	খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী; এবং রেলওয়ে মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
দুর্গাদাস উইকে	জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।
রক্ষা নিখিল খারসে	যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী।

াঙ্গন

গার্লস ক্রিকেটে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে নন্দননগর স্কুল দল সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে নন্দননগর স্কুল দল। শেষ ওভারে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পাওয়ার সুবাদে নন্দননগর স্কুল দল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলারও ছাড়পত্র পেয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। লীগের অন্তিম দিনে, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নন্দননগর স্কুল দল অন্তিম ওভারে ছয় উইকেটের ব্যবধানে ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দুপুরের ম্যাচ বর্ষণজনিত কারণে আধ ঘন্টা দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৬ করা হয়েছিল। ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় এবং নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

দলের পক্ষে শৌনাক্ষী ভৌমিকের ২১ রান, উক্তি দাসের ১৫ রানের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৩১ রান পেয়ে স্কোর কিছুটা চ্যালেঞ্জিং করার চেষ্টা করে।

নন্দননগর স্কুলের তৃষ্ণা ছেত্রী, অন্তরা রুদ্র পাল, পূর্ণিমা দেবনাথ ও সাগরিকা দাস প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নন্দননগর স্কুল দল অনেকটা লড়াকু মেজাজে খেলে একেবারে অন্তিম ওভারে পাঁচ বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়।

ওপেনার তৃষ্ণা ছেত্রি ব্যক্তিগত ২৪ রান করে দলকে অনেকটা এগিয়ে দিলে পঞ্চম উইকেটের জুটিতে স্নিগ্ধা ধর (অপরাজিত ১১) ও দিয়া রুদ্রপাল (অপরাজিত ১৪) দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। মাঝে পূর্ণিমা দেবনাথের ১৩ রানও উল্লেখ করার মতো।

ভবনসত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের অঞ্জুলিকা সূত্রধর, উক্তি দাস, শৌনাক্ষী ভৌমিক ও সানিয়া খাতুন প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। লীগে ৬ ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে জয় ও একটি পরিত্যক্ত ম্যাচ থেকে পয়েন্ট পাওয়ার সুবাদে ১৪ পয়েন্ট প্রাপ্তির সৌজন্যে তৃতীয় শীর্ষস্থান অর্জন করে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। বলে-ব্যাটে দুর্দান্ত তথা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তৃষ্ণা ছেত্রী পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

কুমারঘাটে কিকবক্সিং প্রসারে উজ্জ্বল প্রতিভা সুজিত শীল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কুমার ঘাটে এক উজ্জ্বল প্রতিভা। নাম সুজিত শীল। আত্মরক্ষার নিপুণ শৈলীর অন্যতম এক কারিগর হলেন এই সুজিত শীল। কুমারঘাটের এই ছেলে আন্তর্জাতিক স্তরে ও ত্রিপুরার নাম উজ্বল করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। সেলফ ডিফেন্স-এর উপর এখন বর্তমানে ফটিকরায় কলেজে কলেজ পড়ুয়াদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ করিয়ে চলেছেন সুজিত।। শুধু ফটিকরায় কলেজ নয়, উনকোটি জেলার বিভিন্ন স্কুলেও সুজিত ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করিয়ে চলেছেন।

কোনও চাহিদা নেই সুজিতের। সমাজে যাতে সবাই এই সেলফ ডিফেন্সের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে নিতে পারে, তা ই মূল লক্ষ্য সুজিতের। বর্তমান সময়ে স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি ভাল খেলোয়ার তৈরি করা যায় সেই দিকেও মন্ত্রী সুধাংশু দাস ও বিধায়ক ভগবান দাসেরও নজর রয়েছে সুজিত শীলের উপর। এক কথায় বলতে গেলে অনবদ্য সমাজ সেবা করে চলেছেন সুজিত নিজের এই ক্রীড়া শৈলীর মাধ্যমে। কিক বক্সিংয়ে জাতীয় আসরেও সুজিতের বেশ কয়েকটি পদক রয়েছে। এই পদক গুলো অর্জন করতে প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছে সুজিত। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক আসরেও কিক বক্সিংয়ে পদক অর্জন করেছেন সুজিত। এবার কুমারঘাটে স্কুল পড়ুয়া, কলেজ পড়ুয়াদের কিক বক্সিংয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন সুজিত।

বিলোনিয়ায় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বড়পাথরি স্কুল সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রত্যাশিতভাবেই বিলোনিয়াতে চলতি সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের শিরোপা দখল করলো বড়পাথরি স্কুল। বিদ্যাপীঠ মাঠে সোমবার ফাইনালের রিজার্ভ ডে-র খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সোনাপুর স্কুলকে ৮ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো বড়পাথরি স্কুল। প্রথমে ব্যাট করে সোনাপুর স্কুল ৫ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৩৭ রান। বৃষ্টির জন্য ম্যাচে ওভার সংখ্যা কমিয়ে দেয় আয়োজকরা। জয়ের জন্য বড়পাথরি স্কুলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৩৮ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ৩.৫ ওভারেই মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে পলি রানী মল্লিক নট আউট ১২, সুমি চক্রবর্তী ৮, পম্পা দাস ৫,সায়ন্তিকা দাস ৪ রানে অক্ষত থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলেন। ফাইনাল ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও অভিজিৎ দাস, নিখিল চন্দ্র গোপ ও বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী প্রমুখ। ম্যাচ শেষে অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দিলেন। ট্রফি পেয়ে খুবই খুশি হলেন বড়পাথরি স্কুলের মেয়েরা। এই টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকায় বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ফুটবল রেফারিদের ফিটনেস ক্যাম্প ১৪ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা রেফারি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক ফিটনেস ক্যাম্প-এর আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল এবং মহিলা লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট কে সামনে রেখে আগামী ১৪ জুন এই ফিটনেস ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে সমস্ত সাব ডিভিশন সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদকের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে, তারা যেন রেজিস্টার্ড রেফারিদের ১৩ জুন সংস্থার সম্পাদক নারায়ণ দে-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। রিপোর্ট করার স্থান ইতোমধ্যেই জানানো হবে। ১৪ জুন সকাল সাতটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে এই ফিটনেস ক্যাম্প শুরু হবে। সকাল সাতটার মধ্যে রেফারিদের সরাসরি মাঠে রিপোর্ট করতে হবে। ফিটনেস ক্যাম্পে অংশগ্রহণের জন্য রেফারিদের কোনও রকম টিএ-ডিএ প্রদান করা হবে না। প্রয়োজনে ৮৮৩৭৪৮৬৩১২ নম্বরে যোগাযোগ করতে ত্রিপুরার রেফারি এসোসিয়েশনের সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে জাতীয় জুনিয়র কিক বক্সিংয়ে রাজ্য দল অংশ নিচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১১ থেকে ১৪ জুন শিলিগুড়ি শহরের রাধা বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জুনিয়র ন্যাশনাল কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪।

এই সর্বভারতীয় জাতীয় কিক বক্সিং প্রতিযোগিতার আয়োজক হল ওয়াকু ইন্ডিয়া কিক বক্সিং ফেডারেশন।

যা কিনা ভারত সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রক অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পোর্টস কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সর্বভারতীয় কিকবক্সিং সংস্থা ন উক্ত জাতীয় কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ৭ সদস্যক কিক বক্সিং টিম অংশ নিচ্ছে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো : বালিকা বিভাগে বর্ষা দেব, তান্মি দাস, অম্বিকা নাহা, মোনালিসা বিশ্বাস। বালক বিভাগে রাজা কর। মেয়েদের বিভাগে কোচ শ্রাবণী দাস এবং রাজ্য দলের কোচ কাম ম্যানেজার শুভ্রজিৎ সরকার। ত্রিপুরা কিকবক্সিং অ্যাসোসিয়েশন -এর তরফ থেকে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানানো হয়েছে।

বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা শাখার তরফে সংবর্ধিত দীপা ও তাঁর কোচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।ইতিহাস গড়েছে দীপা কর্মকার। এশিয়ান জিমনাসটিক্স চ্যাম্পিয়ন শিপে প্রথম ভারতীয় হিসেবে স্বর্ণ পদক অর্জন করলেন পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার। এই সফলতা অর্জন করার পর এখন রাজ্যে ফিরেই সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসছেন দীপা এবং তাঁর কোচ দ্রোণাচার্য বিশ্বেশ্বর নন্দী। সোমবার এন এস আরসিসির জিমনাসিয়াম হলে বাঙ্গালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির তরফে দীপা এবং তাঁর কোচকে উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। কচি কাঁচা জিমন্যাস্টদের সামনেই হলো এই আয়োজন। এতে খুদে জিমন্যাস্টরা বেশ উৎসাহিত হলেন।

দীপা কর্মকার ও তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীও খুব খুশি হলেন বাঙালি মহিলা সমাজের এই সংবর্ধনা পেয়ে।

সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত হয়েছে।

সোমবারে শেষ হওয়া লীগ পর্যায়ের একুশটি ম্যাচের পয়েন্টের নিরিখে সেরা চার দল সেমিফাইনালে খেলবে।

তার মধ্যে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল লীগে শীর্ষস্থান এবং প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির দ্বিতীয় শীর্ষস্থান অর্জন করে সেমিফাইনালে লড়বে। বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় এবং নন্দননগর স্কুল ১৪ করে পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে দুই দল যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান অর্জন করে সেমিফাইনালে পৌঁছেছে।

আগামী ১৩ জুন বৃহস্পতিবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল- বিকাল মিলিয়ে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল পৌনে নয়টায় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল খেলবে নন্দননগর স্কুল দলের বিরুদ্ধে। একই মাঠে দুপুর সোয়া একটায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির খেলবে বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে।

ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৫ জুন পৌনে নয়টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে।

গার্লস ক্রিকেটের দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বৃষ্টিতে দুটি ম্যাচই পরিত্যক্ত হয়েছে। সদর আন্তঃ স্কুল গার্লস টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দুই মাঠে সকালের দুটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পন্ড হয়েছে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সকাল পৌনে নয়টায় খেলা ছিল বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় ও আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের। একই সময়ে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ও প্রাচ্য ভারতী বিদ্যালয় পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। সকালের বর্ষণের কারণে দুই মাঠের কোনও ম্যাচে ব্যাট বল নিয়ে নামা সম্ভব হয়নি। দুটি ম্যাচই পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছে। চার দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে পেয়েছে। উল্লেখ্য, সোমবারে লীগের শেষ দিনের ম্যাচের আগেই প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির এবং বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় সেমিফাইনালে খেলার সবুজ সংকেত পেয়েছিল। তবে পরিত্যক্ত ম্যাচের সুবাদে দুই করে পয়েন্ট পেয়ে মোট পয়েন্টের নিরিখে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির দ্বিতীয় শীর্ষ এবং বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ে চতুর্থ শীর্ষ দল হিসেবে সেমিফাইনালে খেলবে।

২০২৫-এর ফেব্রুয়ারি—মার্চ মাসে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, ভারতের খেলা নিয়ে রয়েছে শঙ্কা

করাচি, ১০ জুন (হি. স.): ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে পাকিস্তানে ৮টি দল নিয়ে ২০দিন ধরে হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এককভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ—এর দায়িত্ব পেয়েছে পাকিস্তান। পূর্ণাঙ্গ সূচি না হলেও ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে এই চ্যাম্পিয়ানশিপের আসর। এই টুর্নামেন্টে ভারত অংশ নেবে কিনা, তা নিয়ে এখনও শঙ্কা কাটেনি। তবে কোন ম্যাচ কবে এবং কে কার প্রতিদ্বন্দ্বী সেগুলো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। মূলত প্রাথমিক সূচি তৈরি করে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে পাঠানো হয়েছে। যাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচির সঙ্গে ঘরোয়া লিগের সূচিগুলোর সংঘাত না ঘটে। গত এশিয়া কাপের মতো ভারত যদি পাকিস্তানে না খেলতে যায়, তাহলে সমস্যায় পড়বে পাকিস্তান।তাহলে গত এশিয়া কাপের ফরম্যাটের মতো খেলার সূচি তৈরি করতে হবে।

"বিরাটের জুতার সমানই নয় বাবর", বলছেন দিনেশ কানোরিয়া

করাচি, ১০ জুন (হি. স.): ক্রিকেটীয় সামর্থ আর অর্জন নিয়ে প্রায়ই কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা হয়। এবারও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালে উঠেছে সেই তুলনা।

এই তুলনা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দিনেশ কানেরিয়া। তার মতে, কোহলির সঙ্গে বাবরের কোনো তুলনাই হয় না।

বাবরের সঙ্গে কোহলির তুলনাকে তীব্র কটাক্ষ করে কানেরিয়া বলেছেন, 'লোকে বাবর আজম, বাবর আজম করে। এক দিন বাবর একটা সেঞ্চুরি করলেই পরদিন কোহলির সঙ্গে বাবরের তুলনা শুরু হয়ে যায়। আরে সে তো বিরাটের জুতার

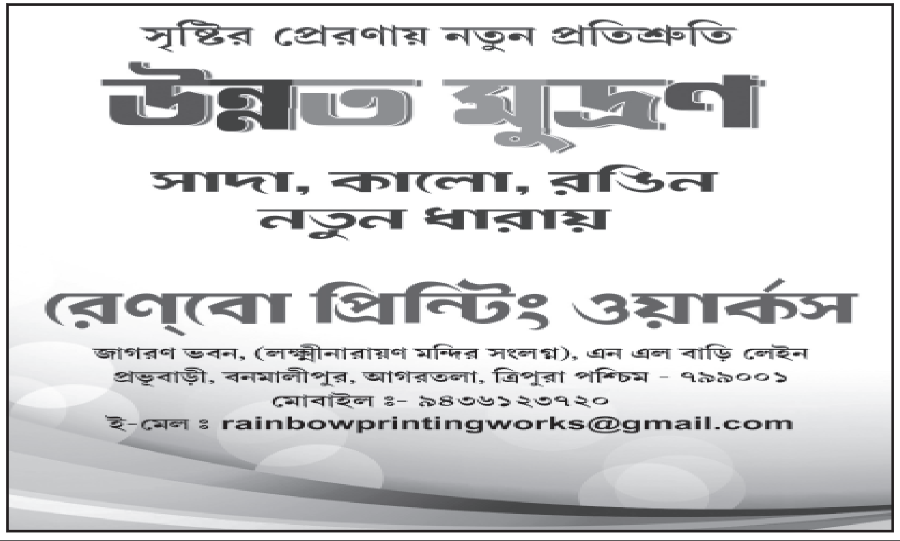

রেকর্ডবুকে ফুটবলের রাজা পেলের সঙ্গী হলেন 'বিস্ময়বালক' এন্দরিক

নিউইয়র্ক, ১০ জুন (হি. স.): আগামী ২০ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হচ্ছে কোপা আমেরিকা। তার আগে নিজেদের তৈরি রাখতে প্রীতি ম্যাচ খেলছে দলগুলো। রবিবার মেক্সিকোর বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল ব্রাজিল। সেই ম্যাচের অন্তিম মুহূর্তে গোল করে ব্রাজিলকে ৩-২ গোলের জয় এনে দিয়েছেন ১৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার এন্দরিক।

আর এই গোল করে পেলের একটি রেকর্ড ছুঁয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেয়ার অপেক্ষায় থাকা এন্দরিক। বয়স ১৮ হওয়ার আগেই টানা তিন আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করা দ্বিতীয় খেলোয়াড় হলেন এন্দরিক। ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে ম্যাচেও গোল করেছিলেন তিনি।

কোপা আমেরিকা প্রস্তুতি ম্যাচ: ডি মারিয়ার গোলে জয় পেল আর্জেন্টিনা

শিকাগো, ১০ জুন (হি. স.): এসে গেল কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্ট। সেই টুর্নামেন্টের আগে দলগুলো খেলছে প্রস্তুতি ম্যাচ। কোপার প্রস্তুতি হিসেবে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলছে আর্জেন্টিনা।সোমবার ভোরে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে ইকুয়েডরের মুখোমুখি হয়েছিল কোপার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে তারা।

সোমবার মেসিকে ছাড়াই মাঠে নেমেছিল আর্জেন্টিনা। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডি মারিয়া। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে এই ম্যাচে আধিপত্য দেখিয়েছে আলবিসেলেস্তারা। ম্যাচের ৪০তম মিনিটে আর্জেন্টিনার হয়ে গোলটি করেন অধিনায়ক ডি মারিয়া।

ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বল ছিল আর্জেন্টিনার দখলে। তারা প্রতিপক্ষের গোলে ৯টি শট নিয়েছে।

১৫ জুন দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ আর্জেন্টিনা খেলবে গুয়েতেমালার বিপক্ষে। এরপরই শুরু হবে কোপা মহারণ। আর্জেন্টিনা উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে , খেলবে কানাডার বিপক্ষে।

ইউরোর প্রস্তুতি: ফ্রান্সকে রুখে দিল কানাডা

বোর্দো, ১০ জুন (হি. স.): বোর্দোয় রবিবার রাতে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচে ফ্রান্স গোলশূন্য ড্র করল কানাডার বিরুদ্ধে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে এই দুই দলের শেষ সাক্ষাৎকার হয়েছিল। সেবার ১-০ গোলে জিতেছিল ফরাসিরা।উল্লেখ্য এই ম্যাচে কিলিয়ান এমবাপেকে বেঞ্চে রেখে খেলতে নেমেছিল ফ্রান্স।১৭ জুন অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরোয় 'ডি' গ্রুপে অভিযান শুরু করবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স। গ্রুপের অন্য দুই দল পোল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস।অন্যদিকে, তারকা সমৃদ্ধ দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষে কানাডার এই পারফরম্যান্স আত্মবিশ্বাস বাড়াবে কোপা আমেরিকায়। তাদের 'এ' গ্রুপে তিন প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা, পেরু ও চিলি।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়া ওপেনে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন প্রণয়

সিডনি, ১০ জুন (হি. স.):মঙ্গলবার থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন এইচএস প্রণয়।পঞ্চম বাছাই প্রণয়, গত দুই টুর্নামেন্টে সেরা ফলাফল করতে পারেননি। গত মাসে থাইল্যান্ড ওপেনের পুরুষদের একক প্রথম রাউন্ডে স্বদেশী মেইরাবা লুওয়াং মাইসনামের কাছে তিনি হেরে গিয়েছিলেন। উদ্বোধনী রাউন্ডে ইন্দোনেশিয়ার চিকো আউরা দ্বি ওয়ারদোয়োর সাথে খেলবেন সমীর ভার্মা, যেখানে রবি সিঙ্গাপুরের অষ্টম বাছাই লোহ কেন ইউতে কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবেন।

ইউরোর প্রস্তুতি: কোনওক্রমে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে জিতল ইতালি

রোম, ১০ জুন (হি. স.): ইউরোর আগে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটা আশানুরূপ হল না গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালির।শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ কোনোমতে জিতল ইতালি। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পেছনে থাকা ৭৪তম দল বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ন্যূনতম ব্যবধানে জয় পেল ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ ইতালি। একমাত্র গোলটি করেন দাভিদে ফ্রাত্তেসি। প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে এবারের ইউরোর আরেক দল তুরস্কের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে ইতালি।জার্মানিতে আগামী ১৪ জুন শুরু হবে এবারের ইউরো।

জাগরণ 11 June 2024, Tuesday আগরতলা ১১ জুন ২০২৪ ইং, ■ ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার

সোনিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেখ হাসিনার বার্তালাপ রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি.স.): কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার দুপুরে দিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন সোনিয়া গান্ধী। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দিল্লি সফরে এসেছেন শেখ হাসিনা। রবিবার সন্ধ্যায় মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন তিনি। এরপর সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। আর এদিনই দুপুরেই সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে দেখা করলেন শেখ হাসিনা।

প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুন: পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে নেশা পাচারের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাকে সফল করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

মুঙ্গিয়াকামী এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযানে আটক প্রচুর পরিমাণে ফেন্সিডিল, গাঁজা। গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আই.পি.এস সুদাম্বিকা আর জানান, পুলিশের এই অভিযানের মধ্য দিয়ে মুঙ্গিয়াকামী এলাকার তথাকথিত মাদক মাফিয়া সঞ্জয় গান্ধী দেববর্মা সহ তার দুই সহযোগীকে জালে তুলেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত এন.ডি.পি.এস ধারা অনুযায়ী মামলা নেওয়া হয়।

আটককৃত নেশা সামগ্রী মধ্যে রয়েছে ১২,০১৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৪ কেজি শুকনো গাঁজা। আটককৃত এই অবৈধ নেশা সামগ্রী গুলির কালো বাজারি মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা হবে বলে ধারণা করছে পুলিশ।

এনডিএ-র টানা তৃতীয় জয় "ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক কীর্তি", মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: এনডিএ-র টানা তৃতীয় জয় ''ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক কীর্তি''। তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর মসনদে বসেছেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার মজলিশপুর বিধানসভা এলাকায় বিজয় উৎসবে এমনটাই বললেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক জয় উদযাপন ও কেন্দ্রে তৃতীয় বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের জন্য সোমবার বিকেলে মজলিশপুর বিধানসভার মোহনপুরের রাণীরগাঁও বিদ্যালয় ময়দান পরিসরে আয়োজিত এক সুবিশাল বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণ করে বিজয় উৎসবে আগত সকল দলীয় কার্যকর্তা ও সহযোদ্ধা বন্ধুদের হৃদয়ের ধন্যবাদ জানান মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি বলেন মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গণদেবতারা লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে দলীয় প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব কে মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২৬, ৭৮৯ ভোটের ব্যবধানে জয়যুক্ত করেছেন। তাই তিনি নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের গণদেবতা ও দলীয় কার্যকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী তার সহযোদ্ধা যুব মোর্চার ভাইদের এবং মহিলা মোর্চার বোনেদেরকেও অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, এই জয় একা আমাদের জয় নয়, কেবল ভারতীয় জনতা পার্টিরই জয় নয়, এই জয় আপনাদের প্রত্যেকের, এই জয় ত্রিপুরাবাসীর।এনডিএ-র টানা তৃতীয় জয়কে "ভারতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক কীর্তি" বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, সারা দেশের মানুষের সাথে আমাদের রাজ্যের সচেতন ভোটাররাও তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস বিজেপি এবং এনডিএ-তে রেখেছে। এই বিজয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের বিজয়।এটা বিকশিত ভারতের প্রতিশ্রুতির জয়। এটা সবকা সাথ, সবকা বিকাশের মন্ত্রের জয়। তিনি দলের একনিষ্ঠ কার্যকর্তাদের তাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ জানান।

নেশার কালো ছায়ায় নিমজ্জিত বিভিন্ন সরকারি অফিস চত্বর, সংকটের মুখে যুবসমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জুন: নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার প্রতিদিন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করছে এই নেশার কবলে থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু সেই নেশার কবলে ধর্মনগরের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস চত্বর।

বর্তমানে ধর্মনগর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অফিস চত্বর হয়ে উঠেছে এক নেশা গ্রহণকারী মুক্তাঞ্চল।মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস চত্বরে পাওয়া যায় না এমন নেশার উপসর্গ কমই আছে।

শুধুমাত্র তাই নয় কিছু সংখ্যক অফিসের সরকারি কর্মচারী তাদের আলমারিতে বহুমূল্যবান সরকারি কাগজপত্র না রেখে নেশার যাবতীয় সরঞ্জাম সঞ্চিত রাখে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। স্বাভাবিক নিয়মে বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর অফিস ছুটি হয়ে গেলে দেখা যায় কোন কোন দপ্তরে লাইট জ্বলছে এবং তার আড়ালে নেশার সামগ্রীর ব্যবহার হচ্ছে।

স্থানীয় বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন বেশ কয়েকবার সেইসব সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তখন কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল এই নেশার রমরমা বাণিজ্য। কিন্তু তারপরে আবার একইভাবে শুরু হয়ে যায় এই নেশার বাড়বাড়ন্ত। এদিকে উত্তর জেলার যুবসমাজ দিন দিন এই নেশার কবলে নিজেদের উৎসর্গ করে দিচ্ছে। যার ফলে একপ্রকার সংকটে রয়েছে এই সমাজ। এর বিরুদ্ধে প্রশাসন সহ অভিভাবক মহল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করে যুবসমাজকে রক্ষা করুক, এমনই দাবি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের।

গবাদি পশু ব্যবসায়ীদের পুলিশের বিরুদ্ধে অসহায়তার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১০ জুন: নতুনবাজার সাপ্তাহিক হাট বাজারে গরু ব্যবসায়ীরা পুলিশের যন্ত্রনায় এক প্রকার অতিষ্ঠ হয়ে পরেছে। অভিযোগ অমরপুর থেকে এক গরু ব্যবসায়িক নতুনবাজার হাট বাজারে দুটি গরু বিক্রি করা জন্য নিয়ে আসলে বিক্রি না হওয়াতে পুনরায় বাড়ি নিয়ে যাওয়া সময় নতুনবাজার থানার ওসি সুবিমল বর্মন খেদেরনাল এলাকায় গরুর গাড়িটিকে থামিয়ে দশ হাজার টাকা জরিমানা করে। কিন্তু গরু ব্যবসায়ী জরিমানা প্রদান না করায় হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ব্যবসায়ীরা আরো জানান, এই নতুনবাজার থানার ওসি সুবিমল বর্মন থাকাকালীন বিগত দুই মাস আগে নতুনবাজার থানা ও যতনবাড়ি ফাঁড়ি থানার সামনে দিয়ে দিনের পর দিন গরু পাচার করে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়া হলেও পুলিশ নীরব দর্শক ছিল। কিন্তু বর্তমানে অভিযোগ মোটা অংক জরিমানা করলে প্রতিবাদ জানানো হয়। তখন পুলিশ বলে গরু নিয়ে গোশালায় দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে বাজারের উপর প্রভাব পড়ছে বলে দাবি করেন বাজারের গরু বিক্রেতারা।

তাই এদিন তারা থানায় ছুটে আসেন ওসি সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য। কিন্তু ওসি সাহেব তাদের সাথে দেখা করেননি বলে জানান গরু বিক্রেতারা।

২৫ কোটি টাকার হেরোইন সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণ হেরোইন উদ্ধার করলো দামছড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, পুলিশের কাছে খবর ছিল একটি গাড়ি নিয়ে দুই যুবক প্রচুর নেশা সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছে। এই খবরের ভিত্তিতে দামছড়া থানার পুলিশ উৎপেতে বসেছিল। অবশেষে টি আর ০১- বিভি - ০৫৯৫ নম্বরের একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৭৭ টি প্লাস্টিক প্যাকেটে মোট ২.২১২ কেজি হেরোইন উদ্ধার করেছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা। সঙ্গে দুইজন পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলো শাহীদুল রহমান(৩৫), জসীম রহমান(৩৫)। তারা উভয়েই সোনামুড়ার বাসিন্দা। পুলিশ তাদের আটক করে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে মৃত্যু বিদ্যুৎ কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ জুন:বিদ্যুৎ লাইন সারাই করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে আরো এক বিদ্যুৎ কর্মীর। তাতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ১১ কেবি বিদ্যুতের লাইন সরাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল খোয়াই তুলাশিখরের এক বিদ্যুৎ কর্মীর।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোমবার দুপুরে খোয়াই তুলাশিখর মিঠুন দাস ও অরুন দেববর্মা নামে দুই বিদ্যুৎ কর্মী বেহালাবাড়ি এলাকায় বিদ্যুৎ সংস্কার করতে যায়। মিঠুন দাস নামে বিদ্যুৎ কর্মী জাম্পারিংটি কাটতে গেলে সাথে সাথে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে সিঁড়ি থেকে নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এই বিদ্যুৎ কর্মীর।মৃত ব্যক্তির বাড়ি খোয়াই চেয়ারমা এলাকায়। ১১ কেবি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুত পরিবাহী তারে প্লাস দিয়ে লাইন বিচ্ছিন্ন করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনায় ঘটেছে বলে এলাকাবাসী এবং বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকদের কাছ থেকে জানা যায়। আরো জানা গেছে ঘটনার পর সাথে সাথে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আবক্ষ মূর্তি ভাংচুরের প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ জুন: ৮ জুন গভীর রাতে কৈলাশহর পুরপরিষদের অধীনে পশ্চিম গোবিন্দপুর ১০ নং ওয়ার্ড এলাকায় দেশের প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আবক্ষ মূর্তি ভাংচুর করে দুষ্কৃতীরা।

তারই প্রতিবাদে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলবেলা কৈলাসহর থানা ঘেরাও কর্মসূচি করা হয়। কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে একটি মিছিল করে কৈলাশহর থানার সামনে এসে থানা ঘেরাও করে কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকরা।

এরপর কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকরা কৈলাশহর থানার ওসি শ্যামল কান্তি মজুমদারের সাথে উক্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন উনারা বলেন যারা এই কাজ করেছে তাদের যাতে দ্রুত আইনের আওতায় এনে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি প্রদান করা হয়। ওসি শ্যামল কান্তি মজুমদার উনাদেরকে বলেন উনি উক্ত বিষয়টি দেখবেন।

এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোঃ বদরুর জ্জামান, কংগ্রেস দলের অন্যতম নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা, রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্যী, রুনু মিয়া, প্রদেশ যুব কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুবের আহমেদ খান, জেলা যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি দেবাংশু দাস, কৈলাশহর ব্লক যুব কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শাহজান মিয়া তারেক, রিপন আলী থেকে শুরু করে কংগ্রেস দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বলেন প্রতিবছর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে এবং মৃত্যুদিন উপলক্ষে বছরের দুই দিন এই আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। যারা এই কাজ করেছে ওরা যখন যেমন তখন তেমন, ওরা সিপিআইএম আমলেও সন্ত্রাসী ছিল বর্তমান বিজেপির আমেলও ওরা সন্ত্রাসী, উক্ত বিষয় নিয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ও জানাবেন বলেও বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা জানান।

নদীতে সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১০ জুন (হি. স.) : এনজেপি থানার অন্তর্গত শান্তিপাড়া এলাকায় জোড়াপানী নদীতে সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।এদিন সকালে প্রথমে স্থানীয়রা নদীতে শিশুটির মৃতদেহ দেখতে পান।এরপরই খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়।পরবর্তীতে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ জুন: প্রশাসনিক সুবিধা মানুষের হাতের কাছে পৌঁছে দিতে সোমবার গন্ডাছড়া মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আরও একটি প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন মহকুমার প্রত্যন্ত দলপতি এডিসি ভিলেজের কর্ণকিশোর পাড়া জেবি স্কুল মাঠে প্রশাসনিক কাম স্বাস্থ্য শিবিরে স্কুল এডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান চন্দ্র দা ত্রিপুরা, মহকুমা শাসক অফিসের ডিসিএম, দলপতি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকগন।

এদিন প্রশাসনিক শিবিরে এলাকাবাসীদের বিভিন্ন জরুরি কাগজপত্র প্রদান করা হয়। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা এলাকার প্রায় শতাধিক জনজাতিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র বিতরণ করেন। এই দিন প্রশাসনিক কাম স্বাস্থ্য শিবির হাতের কাছে পেয়ে এলাকার জনজাতিরা দারুণ খুশি।এদিকে, ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গঙ্গানগর বাজার এলাকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বাজারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সোমবার গঙ্গানগরে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন গঙ্গানগর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৪৪ রাইমাভ্যালী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং ,আমবাসা মহকুমা শাসক, গঙ্গানগর আরডি ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সহ বিভিন্ন দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ। সেখানে গঙ্গানগর বাজার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং এদিন এই সমস্যা গুলি সমাধানের লক্ষ্যে একগুচ্ছ পরিকল্পনাও হাতে নেওয়া হয়।

ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগের দাবীতে বিক্ষোভ চাকুরী প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগের দাবিতে পুলিশের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কনস্টেবল পদে চাকুরী প্রত্যাশীরা। পরবর্তী সময়ে তাদের এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

তাঁদের ব্যক্তব, ২০২১ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা পুলিশে কনস্টেবল পদে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ১০০০টি শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। ২০২২ সালে তাঁদের শারীরিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। এবছরের জানুয়ারী মাসের তাদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হলেও এখন পর্যন্ত ফলও প্রকাশ বা কোন ধরনের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে আজ চাকুরী প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা ত্রিপুরা পুলিশ সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরবর্তী সময়ে একটি ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।তাঁদের দাবি, অবিলম্বে নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

জেল পুলিশের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করার দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন: নিয়মিতকরণের দাবি নিয়ে আজ গোর্খাবস্তিস্থিত স্বাস্থ্য দপ্তরে হাজির হয়েছেন আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালের অনিয়মিত কর্মীরা। পরবর্তী সময়ে তাদের প্রতিনিধি দল আধিকারিকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য, গত ৩০ বছর ধরে অনেকে অনিয়মিত কর্মী হিসেবে আইজিএম ও জিবি হাসপাতালে নিযুক্ত আছেন। তৎকালীন সময়ে রাজ্য সরকার থেকে জানানো হয়েছিল ১০ বছর অতিক্রান্ত হলে তাদের নিয়মিত করা হবে। কিন্তু, এখনো পর্যন্ত তাঁদের নিয়মিত করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সরকার। পরিশ্রমের যর্থাথ মজুরি না পাওয়ার ফলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাতে নানা সমস্যা সমাধান সম্ভব হচ্ছে না।দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়ে আসলেও তাদের দাবি পুরন করা হচ্ছে না। তাঁরা বাধ্য হয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের দারস্থ হয়েছিলেন। গত ১৩ মে হাইকোর্টে রায় নিয়েছে অনিয়মিত কর্মীদের সম কাজে সমবেতন প্রদান করতে হবে। নিয়মিতকরণের দাবিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

বাল তস্করি সে আজাদি-২.০ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুন।। শিশু পাচার প্রতিরোধে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে 'বাল তস্করি সে আজাদি-২.০'শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের উদ্যোগে এবং রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রজ্ঞাভবনের ১নং হলে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা, সদস্যাগণ, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা ছাড়াও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, বিএসএফ, রাজ্য পুলিশ, এনসিসি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশাকর্মী, জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সদস্যগণ, শিশু উন্নয়ন কমিটির সদস্যাগণ, অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিক ইউনিটের সদস্যগণ অংশ নেন।

কর্মশালায় আলোচনার সূচনা করে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা বলেন, ভারতবর্ষে শিশু পাচার একটা বড় সমস্যা। আমাদের রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। শিশু পাচার প্রতিরোধে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবছর দেশে 'বাল তস্করি সে আজাদি-২.০' অভিযান শুরু করেছে। তিনি বলেন, পাচারকৃত শিশুরা শ্রম, যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক বিবাহ ও দাসত্বের মতো গুরুতর শোষণের সম্মুখীন হয়। তাই শিশু পাচার রোধে অভিভাবকদের সচেতন থাকতে হবে। তিনি রাজ্য শিশু পাচার রোধে পুলিশ প্রশাসন ও সংবাদ সংস্থাকে রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে নয়াদিল্লিস্থিত জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের রিসোর্সপার্সন সোনাক্ষী রাধিকা শিশু পাচার প্রতিরোধে 'বাল তস্করি সে আজাদি-২.০' কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এবছর কমিশন দেশের ১০০টি সীমান্ত জেলায় এরূপ কর্মশালার আয়োজন করবে। কর্মশালায় তিনি বলেন, ২০২২ সালে দেশে ৮৩ হাজার ৩৫০ জন শিশু হারানোর অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। কমিশন শিশু শ্রম রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ ও মাদক সেবন রোধে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএসএফ'র ৪২নং ব্যাটেলিয়ানের ডেপুটি কমাণ্ডেন্ট মুকুল কুমার, মোহনপুর মহকুমার এসডিপিও ড. কমল বিকাশ মজমদার এবং ত্রিপুরা আইন কলেজের সহকারি অধ্যাপক স্বপন দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।